[উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী ও মধ্য বিদ্যালয়ের
৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

জ্ঞানসাগর-তীরে

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫।২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিককাতা—১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীপরিমল বিশ্বাস
২৩।২, বনমালী চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট,
টালা, কলিকাতা—২

তৃতীয় সংস্করণ—১৯৫৩

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

প্রিন্টার ঃ
শ্রীকাত্তিকচন্দ্র পাল
যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১, রাজেন্দ্রদেব রোড্
কলিকাতা—৭

ভূমিকা

জ্ঞানের পরিধি এত বিস্তৃত যে তা সর্ববিষয়ে সংগ্রহ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। সে কথা ভেবেই বোধ হয় নিউটন একদিন বলেছিলেন,—"আমরা জ্ঞানসাগরের তীরে বসে উপলখণ্ড সংগ্রহ করছি মাত্র।" অথচ সকল বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান না থাকলেই বা শিক্ষিত সমাজে মেলামেশা করা যায় কি করে? তাছাড়া আজকাল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ও বেশ একটু নূতন ধরণের সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা নিতে দেখা যাচ্ছে। যেমন "পোষ্টকার্ড ক' ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া," "গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট ক' ফুট উঁচু" ইত্যাদি। সুতরাং ছাত্রদের এ বিষয়ে উদাসীন থাকা মোটেই উচিত নয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী করে আরও অনেকগুলি এ ধরণের বই আছে কিন্তু বর্তমান স্বাধীন ভারতের ছাত্রদের উপযোগী করে লিখতে গেলে পরাধীন ভারতে যেসকল বিষয় ছাত্রদের শেখান হতো, তার অনেক কিছু পরিবর্তন করা দরকার। বিশেষ ক'রে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য যে সমস্যাগুলির উদ্ভব হয়েছে, তার সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান না থাকলে পদে পদে ঠকতে হয়। এইসব কারণে বর্তমান স্বাধীন ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এই বইখানি রচনা করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের উপযোগী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। যে সকল বিষয় তাদের না জানলেও চলে, এরকম বিষয়ের অবতারণা করে পুস্তকখানির কলেবর বৃদ্ধি করা হয়নি।

শেষ বক্তব্য এই যে, দেশের ছাত্রদের এই বই উপকারে আসলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

কলিকাতা
১।১।৫৪

গ্রন্থকার

জ্ঞানসাগর-তীরে

—:✽:—

প্রথম অধ্যায়

ভারত কি করে স্বাধীনতা লাভ করল ?

সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা এই ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি। ভারত এশিয়ার সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ দেশ। এই দেশের মাটিতেই জন্ম নিয়েছিলেন বড় বড় দার্শনিক, কবি, ঋষি, পুণ্যাত্মা মহর্ষিরা এবং দেশপ্রাণ সন্তান-সন্ততি। আমাদের দেশমাতার কত শত সুসন্তান মাতৃভূমির মুক্তির জন্য, অগ্রগতির জন্য যথাসর্বস্ব দান করেছেন, এবং তাঁরা দেশের জন্য কত দুঃখ নীরবে সহ্য করেছেন, আজীবন সাধনা করেছেন। এই দেশকে ভালবেসেই তাঁরা দেশের আজীবন সাধনা করেছেন। এই দেশকে ভালবেসেই, দেশের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে বিলাসী চিত্তরঞ্জন হয়েছেন দেশবন্ধু, এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ তপস্বী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হলেন মহাত্মা গান্ধী, স্বাধীনতা সংগ্রামের অধিনায়ক হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দ, মৌলানা আজাদ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মতিলাল, লাজপৎ, তিলক, ঈশ্বরচন্দ্র, গোপবন্ধু দাস, জগদীশচন্দ্র, আশুতোষ প্রভৃতি ভারতের মনীষিগণ দেশের মুক্তির জন্য কত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, নিরলস কর্মধারায় জীবনপথে

অগ্রসর হয়েছেন। আমাদেরী ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, বাঘা যতীন, সূর্যসেন, ভগৎ সিং, হরদয়াল, রাসবিহারী বুকের রক্ত দিয়ে গেয়ে গেছেন জীবনের জয়গান দেশের মুক্তিকল্পে। কাজেই এই ভারত—আমাদের পবিত্র পুণ্যভূমি, ভারতের প্রতিটি মানুষ আমাদের একান্ত আপনার। আমরা ভারতবাসী, ভারত আমাদের মাতৃভূমি—এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি কথা আমাদের সব সময়েই মনে রাখা দরকার। আজ দেশে স্বাধীনতা এসেছে—কিন্তু আমরা পেয়েছি বিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা। কাজেই আমাদের দীর্ঘ দিনের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

ইংরাজী ১৭৫৭ সালের কথা। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের হাতে পরাজিত হলেন। তখন থেকেই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হল। তারপর দীর্ঘ দু'শ বছর রইল ভারত ইংরেজের অধীনেই।

কিন্তু এই দু'শ বছর ভারতবাসী ঘুমিয়ে কাটাল না। ভারতে ইংরাজ রাজত্ব কিছুকাল চলতে না চলতেই দেশবাসী অসন্তুষ্ট হল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রাহের ফলে সমগ্র ভারতেই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকে দিকে দিকে জনসাধারণ জেগে উঠল। কিন্তু এ স্বাধীনতা সংগ্রাম কার্যকরী হল না। এরপর ভারত আবার জেগে উঠল ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নেতৃত্বে। নতুন করে ভারতবাসী স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। ইংরাজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করাই ছিল তাঁদের

স্বপ্ন ও সাধনা। স্বাধীনতা জন্মগত অধিকার; এই মূল লক্ষ্য নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার জন্য শত সহস্র সন্তান ফাঁসীতে প্রাণ দিয়েছেন। ইংরাজ-শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দেশবাসী একযোগে আন্দোলন চালিয়েছেন। কিন্তু ইংরাজ বড় ধুরন্ধর— সে কি আর সুজলা-সুফলা এই ভারতভূমিকে ছেড়ে যেতে চায়! কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল। ইংরাজের কৌশল ও চতুরতা জনসাধারণ বুঝতে পারল। কিন্তু ধূর্ত্ত ইংরাজের ষড়যন্ত্রে মুসলিম লীগ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। বৃটিশ সরকার কেবল ভাঁওতা দিয়ে দেশ শাসন করতে সচেষ্ট হল। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তারা প্রতিশ্রুতি দিল যুদ্ধান্তে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে সে প্রতিশ্রুতির একটি বর্ণও তারা পালন করল না। দেশ মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে আস্থা স্থাপন করে আবার জেগে উঠল,—বৃটিশের শাসন-ভিত্তি কেঁপে উঠল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ শ্রমিকদল পার্লামেণ্টে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করল। তারাই ঘোষণা করল, ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। লর্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হয়ে এসে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। কাজেই কাজ কিছুই হল না। মুসলিম লীগ কোন প্রস্তাব মানতে রাজী না হওয়ায় সম্মেলন ভেঙ্গে গেল। অতঃপর মিঃ এটলি (তৎকালীন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী) তাঁর মন্ত্রী সভার চার জন বিশিষ্ট সদস্যের এক প্রতিনিধিদল

ভারতে পাঠালেন প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্য। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মনোভাব একেবারে বিপরীত হল। কংগ্রেস চায় অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা, আর লীগ চায় পাকিস্তান সৃষ্টি করতে। সুতরাং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে কোনরূপ মিটমাট হল না। কিন্তু মন্ত্রীমিশন হাল ছেড়ে দিলেন না।

তাঁরা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থার একটা খসড়া রচনা করলেন। এই শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাবে মন্ত্রীমিশন ঘোষণা করলেন—(১) বৃটিশ ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ নিয়ে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবে। এই ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রনাধীনে থাকবে—বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও যানবাহন। (২) ইউনিয়নে বৃটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি শাসনপরিষদ থাকবে। পরিষদে কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মতবিরোধ উপস্থিত হলে—প্রতিনিধিদের প্রধান দুই সম্প্রদায়ের পৃথক ভোটে তা' নির্দ্ধারিত হবে। (৩) ইউনিয়নের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। (৪) দেশীয় রাজ্যসমূহ ইউনিয়নের হস্তে প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া অন্য সকল প্রকার ক্ষমতা ভোগ করবে। (৫) প্রদেশসমূহ শাসনে ও ব্যবস্থাপরিষদ সম্পর্কে দলবদ্ধ হতে পারবে এবং এই প্রকার যৌথ প্রদেশসমূহ নিজেদের সাধারণ প্রাদেশিক বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারবে। (৬) ইউনিয়ন ও প্রাদেশিক সরকারের শাসন ব্যবস্থায়ও এই বিধান থাকবে যে, ব্যবস্থাপরিষদের অধিকাংশ ভোটের দ্বারা প্রথম দশ বৎসরান্তর

শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা দাবী করা চলবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী পরিষদগঠন সম্পর্কে মন্ত্রীমিশন এই প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে পরিষদে প্রতিনিধি নেওয়া হবে। প্রতি দশ লক্ষে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। প্রাদেশিক আসনগুলো লোকসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্বাচনে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্যগণই সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। মন্ত্রীমিশন তাঁদের ঘোষণার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জানান যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যাতে প্রস্তাবটি মেনে নেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠনে উদ্যোগী হন, তার জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একমতে পৌঁছান সম্ভব হয়নি।

পাকিস্তানের দাবীর উল্লেখ করে মন্ত্রীমিশন বলেন যে, মুসলিম লীগের দাবী অনুসারে পৃথক ও সার্বভৌম পাকিস্তান গঠন দ্বারা সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। পাঞ্জাব, বাংলা ও আসামের অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোকে সার্বভৌম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার কোন যৌক্তিকতা নাই। এই প্রশ্ন শিখদের অবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে। বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করেও এ সমস্যার সমাধান হবে না। বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর সার্বভৌম পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান নহে।

মন্ত্রীমিশন অতঃপর যানবাহন, ডাক-তার ও সামরিক

বাহিনীর উল্লেখ করে বলেন যে, এই সমস্ত বিভাগ দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হলে ভারতের উভয় অংশই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উপসংহারে মন্ত্রীমিশন বলেন যে,—বিভিন্ন দলের মূল দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে যা ন্যায্য এবং যে ব্যবস্থা সমগ্র ভারতবর্ষে স্থায়ী ও কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের পক্ষে সুবিধাজনক মনে হবে, সেইরূপ শাসনতন্ত্রের খসড়াই ভারতের জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা হল।

কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীমিশনের অখণ্ড ভারতীয় ইউনিয়নের প্রস্তাব মেনে নিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ সরাসরি ঘোষণা করল যে, যতদিন পর্যন্ত না বৃটিশ সরকার পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করছেন, ততদিন পর্যন্ত লীগ ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করবে না।

মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। মুসলিম লীগ যোগ না দিয়ে দেশব্যাপী এক রক্তাক্ত কাণ্ডের আয়োজন করতে লাগল।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস থেকেই সুরু হল কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, নরহত্যা, লুণ্ঠন, পৈশাচিক কার্যকলাপ।

এই সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ভারতে। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার কিছুদিন বেশ ভালভাবে দেশশাসনে মনোযোগী হবার পর মুসলিম লীগের কর্ণধার মিঃ জিন্না বুঝতে পারলেন যে, ঐ সরকারে যোগ না দেওয়া তাঁর পক্ষে কত বড়

ভুল হয়েছে। তাই লর্ড ওয়াভেলের মধ্যস্থতায় তিনি মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঐ সরকারে যোগ দিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নায়কেরা একসংগে কাজ করে উঠতে পারলেন না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী তখন লর্ড ওয়াভেলের স্থানে লর্ড মাউণ্টব্যাটনকে বড়লাট করে পাঠালেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটন উৎসাহের সংগে ভারতের সমস্যা সমাধানের কাজে লেগে গেলেন। ভারতের ব্যাপারে তিনি বিশেষ রাজনীতিজ্ঞ-তার পরিচয় দিয়েছেন।

এরপর মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব মত মীমাংসা না হওয়ায় আর একটি নতুন পরিকল্পনা রচিত হল। বৃটিশ শ্রমিক সরকারের ইতিহাস-বিখ্যাত ৩রা জুনের পরিকল্পনা ঘোষিত হল। এই পরিকল্পনা অনুসারে বাঙলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হবার কথাও প্রকাশিত হল। মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন কার্যকরী হল; তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে এ প্রস্তাব মেনে নিল। এখন কংগ্রেসকে নিয়েই প্রশ্ন—তারা কি প্রস্তাব মানবেন? দীর্ঘ ষাট বছর ধরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনের উপাসক কংগ্রেসসেবীদের সামনে এ এক কঠিন সমস্যা। তবুও ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চেয়েই কংগ্রেস এ প্রস্তাব মেনে নিল।

দেশ বিভাগ প্রস্তাব কার্যকরী হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হল। পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়ন নামে দুই ডোমিনিয়ন ব্যবস্থা প্রসূত রাষ্ট্র গঠিত হল। মুসলিম লীগ যদিও আনন্দিত হল, কিন্তু কংগ্রেস

সর্বান্তঃকরণে এ স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারলে না। স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়নের দেশগঠনে ও জাতিগঠনে স্বাধীন সরকার মনোনিবেশ করলেন। ঐতিহাসিক ১৫ই আগষ্ট ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হল। দু'শ বছরের পরাধীনতার পর দেশ স্বাধীন হল। ইংরাজ ভারতের মাটি থেকে চিরতরে বিদায় নিল।

ভারতীয় পরিষদের সদস্যগণ প্রায় তিন বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করে নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করলেন। এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আইনসচিব বিখ্যাত আইনজ্ঞ ডাঃ আম্বেদকর কতিপয় সদস্যদের সহযোগিতায় এই শাসনতন্ত্র রচনা করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দ্দার প্যাটেল, ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রী কে, এম, মুন্সী ও ডাঃ সচ্চিদানন্দের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নতুন শাসনতন্ত্রের ৩৯৫টি অণুচ্ছেদ ও ৮টি তপশীল আছে। পৃথিবীর বৃহত্তম শাসনবিধান হল ভারতীয় শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি মানুষ ভোট দেবার অধিকার লাভ করেছে। এই শাসনতন্ত্রে প্রায় ১৮ কোটি লোকের ভোট দেবার দাবী গৃহীত হয়েছে।

১৯৫০সালে ২৬শে জানুয়ারী ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। প্রায় ২০ বছর আগে স্বাধীনতা যজ্ঞে দেশবাসী যে সংকল্প গ্রহণ করেছিল, সেই সংকল্প কার্যকরী করতে কত অগণিত বীর কত দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, বুক পেতে নিয়েছে বিদেশীর রাইফেলের গুলি, ফাঁসীর মঞ্চকে করেছে চুম্বন। সেই পূর্ণ স্বাধীনতার মহান্ আদর্শে সংকল্প, এই সব বীর, শহীদদের সংকল্প

জনসাধারণের সংকল্পের দীপ জ্বলে উঠল—স্বাধীনতা-সংগ্রাম যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হল।

২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতা পেল ভারত– সাধারণতন্ত্রী ভারতরূপে। গভর্ণর জেনারেলের পদ লুপ্ত হয়ে নূতন রাষ্ট্রপতি পদের সূত্রপাত হল। বিদায় নিলেন শেষ বড়লাট রাজা গোপালাচারী, আর শপথ গ্রহণ করলেন প্রথম ও সার্থক রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র

শাসনতন্ত্রে আমাদের দেশ ভারতীয় ইউনিয়ন বা যুক্তরাষ্ট্র নামেই পরিচিত। যে উপরাষ্ট্রগুলি নিয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়েছে সেগুলি চারভাগে বিভক্ত ; যথা :—

(ক) (১) আসাম, (২) পশ্চিমবঙ্গ, (৩) বিহার, (৪) উত্তর প্রদেশ, (৫) পূর্ব পাঞ্জাব, ৬) মধ্য প্রদেশ, (৭) উড়িষ্যা. (৮) বোম্বাই (৯) মাদ্রাজ।

(খ) (১) হায়দ্রাবাদ, (২) জম্মু ও কাশ্মীর, (৩) মহীশূর, (৪) মধ্যভারত, (৫) পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাবের রাজ্যগুলি, (৬) রাজস্থান, (৭) সৌরাষ্ট্র, (৮) ত্রিবাঙ্কুর কোচিন (৯) বিন্ধ্যপ্রদেশ।

(গ) (১) আজমীর, (২) ভূপাল, (৩) বিলাসপুর, (৪) মণিপুর, (৫) ত্রিপুরা, (৬) দিল্লী, (৭) হিমাচল প্রদেশ (৮) কচ্ছ।

(ঘ) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার একজন রাষ্ট্রপতির (**President**) উপর ন্যস্ত থাকবে। (ক) শ্রেণীর উপরাষ্ট্র-গুলি শাসন করবেন একজন করে 'রাজ্যপাল', (**Governor**) (খ) শ্রেণীর রাজ্যসরকারগুলির শাসকের নাম 'রাজপ্রমুখ', (গ) শ্রেণীর রাজ্যগুলি শাসন করবেন একজন করে 'চীফ কমিশনার' (ঘ) শ্রেণীর অর্থাৎ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসন কর্তাও একজন 'চীফ কমিশনার।'

আইন পরিষদ

ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য একটি আইন সভা থাকবে। রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপরিষদ ও জন পরিষদ নিয়ে এই সভা গঠিত।

রাষ্ট্র-পরিষদ

এই পরিষদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ১২ জন ও রাজ্য সরকারগুলির ব্যবস্থাপরিষদের সভ্যগণ দ্বারা নির্বাচিত ২৩৮ জন সভ্য থাকবে। এর সভাপতি থাকবেন উপরাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপরিষদ কোনদিন ভেঙ্গে দেওয়া হবে না। তবে দু'বছর অন্তর এর এক তৃতীয়াংশ সভ্য বদল করা হবে।

জন-পরিষদ

এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৫০০ জনের অনধিক থাকবে। ইহারা রাজ্য সরকারগুলির ভোট দাতাগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। জন-পরিষদের মেয়াদ পাঁচ বছর।

উভয় পরিষদের কর্তৃক কোন আইনের খসড়া (Bill) গৃহীত হবার পর রাষ্ট্রপতি যদি অনুমোদন করেন, তবে উহা আইনে (Law) পরিগণিত হবে।

বিচার বিভাগ

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নাম সুপ্রীম কোর্ট। ইহাতে একজন প্রধান বিচারাপতি ও ৭ জন অধীনস্থ বিচারপতি থাকবেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের মাসিক বেতন যথাক্রমে ৫০০০৲ ও ৪০০০৲ টাকা। রাজ্য সরকারগুলোর প্রধান বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপিল করা চলবে।

উপরাষ্ট্র বা রাজ্যসরকার

(ক) শ্রেণী :—

নির্বাহী বিভাগ—প্রত্যেক রাজ্য সরকারের শাসনভার একজন রাজ্যপালের হাতে থাকবে। তাঁকে নিয়োগ করবেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। তাঁর বেতন ৫৫০০৲ টাকা ; কার্যকাল পাঁচ বছর।

মন্ত্রীসভা—রাষ্ট্রপরিষদের মত এখানেও রাজ্যপালকে সাহায্য করবার জন্য মুখ্য মন্ত্রীর অধীনে একটি মন্ত্রীসভা থাকবে রাজ্যপাল মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত করবেন ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করা হবে। মন্ত্রীসভা ব্যবস্থা পরিষদের কাছে সর্ববিষয়ে দায়ী থাকবেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নির্বাহী বিভাগ

রাষ্ট্রপতি—ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন। তাঁকে নির্বাচন করবেন ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপরিষদ, জনপরিষদ এবং প্রত্যেক রাজ্য সরকারের (state)-এর ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণ। রাষ্ট্রপতির বেতন অন্যান্য ভাতা ব্যতীত মাসিক ১০,০০০ টাকা। শাসন বিরোধী কার্যের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মহাঅভিযোগ আনা যেতে পারে ও অভিযোগ সত্য হলে তাঁকে পদচ্যুত করা যেতে পারে।

উপরাষ্ট্রপতি–রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে কাজ করবার জন্য একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকবেন। তিনি রাষ্ট্রপরিষদের সভাপতি থাকবেন।

মন্ত্রীপরিষদ—রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করবার জন্য প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করবেন। মন্ত্রীগণকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন। মন্ত্রীগণকে সাহায্য করবার জন্য বর্তমানে রাষ্ট্রপরিষদে ও রাজ্যসরকারসমূহে উপমন্ত্রী নিয়োগ প্রবর্তিত হয়েছে। মন্ত্রী পরিষদ জনপরিষদের নিকট সর্ববিষয়ে দায়ী থাকবেন। কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনপরিষদ অনাস্থা প্রস্তাব আনলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে।

শাসন সম্বন্ধীয় বিষয়

১। ভরতীয় আইন-পরিষদ যে সকল বিষয় আইন প্রণয়ন করবার অধিকারী, সেই বিষয়গুলির তালিকাকে ইউনিয়ন

তালিকা বলা হয়। এই তালিকায় দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রবিভাগ, রেলপথ, বিমান, ডাক ও তার প্রভৃতি বিভাগ নিয়ে ৯৭টি বিভাগ আছে।

২। উপরাষ্ট্রগুলির আইন সভা যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবার অধিকারী, তার তালিকায় বিষয়ের সংখ্যা ৬৬টি। এদের মধ্যে পুলিস, জনস্বাস্থ্য, শান্তিরক্ষা, শিক্ষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩। যে বিষয়গুলি ভারতীয় আইন পরিষদ ও উপরাষ্ট্র সরকারের আইন সভার আইন প্রণয়ন করবার সমান দায়ীত্ব আছে, সে বিষয়গুলি সম-অধিকার তালিকা নামে অভিহিত। ফৌজদারী আইন, বিবাহ ও বিচ্ছেদ, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, কারখানা, ট্রেড্ ইউনিয়ন প্রভৃতি এই তালিকায় পড়ে।

আইন সভা—সকল রাজ্য সরকারই একটি করে আইন সভা থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পূর্ব-পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের আইন সভার অধীনে দু'টি ক'রে পরিষদ থাকবে। তাদের নাম যথাক্রমে উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ। অপর রাজ্য সরকার সমূহের আইনসভায় একটি করে পরিষদ থাকবে।

বিচার বিভাগ—রাজ্য সরকারসমূহে সর্বোচ্চ আদালতের নাম 'হাইকোর্ট'। এর প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচার-পতিগণ রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হবেন। প্রধান বিচারপতির বেতন ৪০০০৲ ও অন্যান্য বিচারপতিগণ ৩৫০০৲ টাকা বেতন পাবেন।

(খ) শ্রেণী :—

এই শ্রেণীর রাজ্য সরকারগুলো আগে সামন্ত রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যের শাসনভার একজন রাজপ্রমুখের উপর অর্পিত আছে। উত্তরাধিকারসূত্রে 'রাজপ্রমুখ' নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি তাঁদের নির্বাচন করবেন।

আইনসভা ও বিচার বিভাগের ব্যবস্থা অন্যান্য রাজ্য সরকারের মত।

(গ) শ্রেণী :—

এই শ্রেণীর রাজ্য সরকারের শাসনভার প্রধানতঃ রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত। তিনি উপরাজ্যপাল বা চীফ্ কমিশনারের সাহায্যে এদের শাসনকার্য চালাবেন।

(ঘ) শ্রেণী :—

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এই শ্রেণীর অধীন। চীফ্ কমিশনার বা অন্য কোন কর্মচারীর দ্বারা স্বয়ং রাষ্ট্রপতি এদের শাসন করেন

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূগোলে প্রসিদ্ধ

১। পৃথিবীর আকার কি রূপ? **প্রায় গোল।** উত্তর দক্ষিণে একটু চাপা।

২। পৃথিবী যে গোল, তা প্রথমে কে আবিষ্কার করেন? —**পিথাগোরাস।**

৩। পৃথিবী যে চলছে, তা কে আবিষ্কার করেন?— **গ্যালিলিও।**

৪। কোন ভারতীয় পণ্ডিত পৃথিবী গোল বলেছেন ও কি বলেছেন?—**আর্য্যভট্ট ;** 'করতল অমলকি বৎ গোলম্।

৫। কোন ভারতীয় পণ্ডিত আবিষ্কার করেন, পৃথিবী সচল?—**ভাস্করাচার্য্য।**

৬। পৃথিবীর পরিধি কত?— **২৫হাজার মাইল।**

৭। পৃথিবীতে কত লোক বাস করে?—প্রায় ২২৩ **কোটী।**

৮। পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি?—**এশিয়া ;** ইহার আয়তন প্রায় ১৭,০৭৪,০৫০ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ১,০৬৭,২২৮,০০০।

৯। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতমা নদী কোনটি?—**মিসিসিপি,— মিসৌরী,** উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত। দৈর্ঘ্য প্রায় ৪,৫০২ মাইল।

১০। পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসমুদ্র কোনটী?—**প্রশান্ত মহাসাগর** আয়তন প্রায় ৬৩,৮০১,৭০০ বর্গমাইল।

১১। পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি কোনটি ?—**সাহারা** ; আয়তন প্রায় ৩০০০,০০০ বর্গমাইল।

১২। পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ কোনটি ;—**কাম্পিয়ানহ্রদ**। আয়তন প্রায় ১৭০,০০০ বর্গমাইল।

১৩। পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ কোনটি ?—**বৈকাল** (সাইবেরিয়ায়)—প্রায় ৫,৪৫০ ফুট গভীর।

১৪। পৃথিবীর গভীরতম মহাসাগর কোনটি ?—**প্রশান্ত-মহাসাগর**—ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কাছে, ৩৫,৪০০ ফুট গভীর।

১৫। পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ কোনটি ?—**মাউণ্ট এভারেষ্ট** ; উচ্চতা প্রায় ২৯০০২ ফিট।

১৬। এভারেষ্টের উচ্চতা কে আবিষ্কার করেছিলেন ?—**রাধানাথ শিকদার**। ইনি বাঙ্গালী ; সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসে সামান্য বেতনে চাকুরী করতেন। সার্ভেয়ার জেনারেল মিঃ এভারেষ্টের নামানুসারে এই পর্বতশৃঙ্গের নাম 'এভারেষ্ট' রাখা হয়।

১৭। পৃথিবীর উচ্চতম আগ্নেয়গিরি কোনটি ?—**চিম্বোরাজো** (দঃ আমেরিকায় ইকোয়াদর দেশে) ; উচ্চতা প্রায় ২০,৭০২ ফুট।

১৮। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী কোনটি ?—**হিমালয়**।

১৯। পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বত শ্রেণী কোনটি ?—**আন্দিজ** (দঃ আমেরিকায়)।

২০। পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ কোনটি ?—**গ্রীনল্যাণ্ড**,—(৮,৩৯, ৭৮৪ বর্গমাইল)।

২১। পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয়গিরি কোন্‌টি ?—**মৌনালওয়া** (ফিজিদ্বীপ)—এর জ্বালামুখের ব্যাস ১২, ৪০২ ফুট।

২২। পৃথিবীতে কোন্‌ শহর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ?—**লণ্ডন**, এর লোকসংখ্যা ৮২,০৪০০০ জন।

২৩। পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম প্রদেশে অবস্থিত শহর কোন্‌টি ?—**ফারি** (তিব্বতে—১৪, ৪০৫ ফুট উঁচু)।

২৪। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জায়গায় অবস্থিত হ্রদ কোনটি ?—**টিটিকাকা** (দঃ আমেরিকায় বলিভিয়া প্রদেশ)।

২৫। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত কোনটি ?—**নায়গ্রা**।

২৬। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট মহাদেশ কোনটি ?—**অষ্ট্রেলিয়া**—৩,০০০,০০০ বর্গমাইল।

২৭। পৃথিবীর নিম্ন স্থান কোথায় ? **মরুসাগরের উপকূল**—সমুদ্রতল থেকে ১, ৩০০ ফুট।

২৮। পৃথিবীর কোথায় সবচেয়ে ঠাণ্ডা ?—**ভারখোইআন্সক** (Verkhoyansk)—সাইবেরিয়ায় ; এখানে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৯০ ফাঃ তাপ ছিল।

২৯। পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান কোথায় ?—আজিজিয়া (লিবিয়ায়), ১৩৬° ও ডেথ ভ্যালি (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে (কালিফরনিয়ায়), ১৩৪ ডিগ্রি।

৩০। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি কোথায় হয় ?—আসামের চেরাপুঞ্জী পাহাড়ে। বছরে গড়ে ৪২৬˝ ইঃ বৃষ্টি হয়।

৩১। কাশ্মীরকে আমাদের দেশে কি বলে ?—ভূস্বর্গ।

৩২। 'নিষিদ্ধ দেশ' কাহাকে বলে ?—তিব্বতকে।

৩৩। চীনের দুঃখ (Sorrow of China) বলতে কাহাকে বুঝায় ?—হোয়াং হো নদীকে।

৩৪। নিশীথ সূর্যের দেশ (Land of Midnight Sun) কোনটি ?—নরওয়ে।

৩৫। সুইজারল্যাণ্ডকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?—ইউরোপের খেলার মাঠ (Play ground of Europe)।

৩৬। পৃথিবীর ছাদ বলতে কি বুঝায় ?—পামীর মালভূমি।

৩৭। জাপানকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?—সূর্যোদয়ের দেশ (Land of Rising Sun).

৩৮। The Eternal City কাকে বলে ?—রোমকে।

৩৯। The Lion City of India কাকে বলে ?—সিংগাপুরকে।

৪০। মিশরকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?—নীলনদের দান।

৪১। City of Seven Hills কাকে বলে ?—রোমকে।

৪২। বোম্বেকে কি বলা হয় ?—Gate of India.

৪৩। কলিকাতাকে কি বলা হয় ?—City of Palaces.

৪৪। Blue Mountain কাকে বলে ? নীলগিরি পাহাড়কে।

৪৫। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ?—ওয়াশিংটন।

৪৬। জাপানী ভাষায় জাপানের নাম কি ?—নিপ্পন।

৪৭। 'ফুজিয়ামা' কি এবং কোথায়?—জাপানের একটি আগ্নেয়গিরির নাম। ইহা জাপানীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। বর্তমানে ইহা নিষ্ক্রিয়।

৪৮। আমেরিকা মহাদেশের নাম 'আমেরিকা' হল কেন? —আমেরিগো ভেসপুচি নামে এক ইটালীয় নাবিক এ মহাদেশটি আবিষ্কার করেছিলেন বলে এর নাম আমেরিকা হয়েছে।

৪৯। দক্ষিণ মেরু কে আবিষ্কার করেন?—আমুনসেন (নরওয়ে)—১৯১১ খৃঃ অঃ।

৫০। উত্তর মেরু কে আবিষ্কার করেন?—এডুইন পিয়ারী।

৫১। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কতগুলি রাষ্ট্র আছে?—আটাশটি।

৫২। পাকিস্তানে কয়টি প্রদেশ? তাহদের নাম কি?—পাঁচটি;—পূর্ব পাকিস্থান (পূর্ববঙ্গ), পশ্চিম পাঞ্জাব, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্থান।

৫৩। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা জনবহুল নগর কোন্‌টি?—কলিকাতা। লোকসংখ্যা ২৫,৪৮,৬৭৮ জন।

৫৪। পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনবহুল নগর কোন্‌টি? —লাহোর।

৫৫। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী কি?—দিল্লী।

৫৬। পাকিস্তানের রাজধানী কি?—করাচি।

৫৭। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘতম নদী কোন্‌টি?—গঙ্গা।

৫৮। পাকিস্তানের দীর্ঘতম নদী কোনটি—?—সিন্ধু।

৫৯। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের আয়তন কত?
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র—১, ২২,০৯৯ বর্গমাইল।
পাকিস্তান—৩,৬১,২১৮ বর্গমাইল।

৬০। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের আয়তন কত?—পশ্চিম-বঙ্গ ২৯৫৩৬ বর্গমাইল। পূর্ববঙ্গ ৫৪,০৯১বর্গমাইল।

৬১। পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা কত?—২৪,৮,০,১৩০৮। পুং ১৩,৩১৯,৯৪১ ; স্ত্রী—১১,৪৬৬,৭২২।

৬২। পশ্চিমবঙ্গে বসতির ঘনত্ব কত?—প্রতি বর্গমাইলে ৮৩৯·৩ জন লোক।

৬৩। ভারত যুক্তরাষ্ট্রে লোকসংখ্যা কত?—প্রায় ৩২কোটি।

৬৪। পাকিস্তানের লোকসংখ্যা কত?—৭,৫৬,৮৭০০০।

ইতিহাসে প্রসিদ্ধ

(ক)

১। ভারতবর্ষ নাম হল কেন?—চন্দ্রবংশীয় রাজা ভরতের নামে এ দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে।

২। ভারতের প্রাচীনতম সভ্য জাতি কারা? তাঁদের সভ্যতার নিদর্শন কোথায় পাওয়া গেছে?—দ্রাবিড়গণ। সিন্ধুদেশে মহেঞ্জোদারো ও পাঞ্জাবে হরাপ্পায়।

৩। আর্যজাতি ভারতের কোন্ অংশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন?—পাঞ্জাবে।

৪। ভারতবর্ষে প্রথম বৈদেশিক আক্রমণকারী কে?—পারস্যের রাজা দারয়ুস

419

৫। পাটলিপুত্র নগর কে নির্মাণ করেন ?—অজাতশত্রু।

৬। বুদ্ধদেব কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?—কপিলাবস্তু নগরে।

৭। বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য কে ছিলেন ?—আনন্দ।

৮। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ?—চন্দ্রগুপ্ত।

৯। মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি কে ?—অশোক।

১০। 'কৌটিল্য' কার নাম ছিল ?—চাণক্যের।

১১। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ?—কণিষ্ক।

১২। ভারতের নেপোলিয়ন কাকে বলা হয় ?—সমুদ্রগুপ্তকে

১৩। নবরত্ন সভা কি ?—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্যের) নবরত্ন সভা ছিল। কালিদাস, বররুচি, বরাহমিহির, অমরসিংহ, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, ধন্বন্তরী, শঙ্কু ও ক্ষপণক এই নয়জন পণ্ডিত নিয়ে নবরত্ন সভা গঠিত।

১৪। হর্ষবর্ধন প্রয়াগে যে মেলার অনুষ্ঠান করতেন, তার নাম কি ?—সন্তোষক্ষেত্র।

১৫। বৌদ্ধধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ?—ত্রিপিটক।

১৬। 'শকারি' কার উপাধি ?—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের।

(খ)

১। ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমনকারী কে ?—মহম্মদ ইবন্ কাশিম (খৃঃ ৭১১)।

২। সুলতান মামুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ?—১৭ বার।

৩। ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপন করেন কে ?—**মুহম্মদ ঘোরী**।

৪। ভারতে প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা কে ?—**কুতুবউদ্দীন**।

৫। কোন্ মুসলমান বীর প্রথম দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন ?—আলাউদ্দিনের সেনাপতি **মালিক কাফুর**।

৬। তামার নোট চালিয়েছিলেন কে ?—**মুহম্মদ বিন্ তোগলক**।

৭। বাংলাদেশের নাম 'বঙ্গদেশ' হল কেন ?—ঐতরেয় আরণ্যক উপনিষদে **বঙ্গ** শব্দের উল্লেখ আছে। পরে মুসলমান শাসনকালে ফারসীতে **'বঙ্গালহ'** শব্দ সমগ্র বাঙ্গালা দেশের নাম ছিল। এ থেকে 'বাঙ্গালা' শব্দের উৎপত্তি।

৮। বাংলাদেশের কোন্ রাজা প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হন ?—পালবংশের প্রথম **রাজা গোপাল**।

৯। পাল বংশের দু'জন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ভাস্কর শিল্পীর নাম কর—**ধীমান ও বীতপাল**।

১০। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন কে ?—**বল্লালসেন**।

১১। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য কোন্ বাঙ্গালী গিয়াছিলেন ?—**অতীশ দীপঙ্কর** ; ইনি ঢাকার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

১২। কোন্ বাঙ্গালী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন ?—**শীলভদ্র**।

১৩। মুসলমান রাজত্বের সময়ে কোন্ হিন্দু গৌড়ের সিংহাসন দখল করে নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন ?— রাজা দনুজমর্দন গণেশ।

১৪। 'বার ভুঁইয়া' কারা ?—(১) চন্দ্রদ্বীপের **কন্দর্প-নারায়ণ**, (২) যশোহরের **প্রতাপাদিত্য**, (৩) ভুলুয়ার **লক্ষ্মণ মাণিক্য**, (৪) ভুষনার **মুকুন্দরায়**, (৫) ও (৬) বিক্রমপুরের **চাঁদরায় ও কেদাররায়**, (৭) দিনাজপুরের **গণেশ রায়**, (৮) বিষ্ণুপুরের **হাম্বীর মল্ল**, (৯) তাহেরপুরের **কংস নারায়ন**, (১০) পুঁটিয়ার **রামচন্দ্র ঠাকুর**, (১১) ভাওয়ালের **ফজল গাজী** ও (১২) খিজির-পূরের **ঈশা খাঁ**।

১৫। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব নাম কি ?— **সিরাজউদ্দৌলা**।

১৬। কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?—কলিকাতা নাম হল কেন ?—১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে জবচার্ণক এই নগর স্থাপন করেন। বর্তমান কলিকাতা যেখানে অবস্থিত, সেখানে তিনটি গ্রাম ছিল—কলিকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর। কলিকাতা গ্রামের নাম থেকে শহর কলিকাতা হইয়াছে।

১৭। কোন্ মোগল নেতা প্রথম ভারত আক্রমণ করেন ? —**চেঙ্গিস্ খাঁ**। ১২২১ খৃঃ অব্দে। ইলতুত্‌মিসের রাজত্বকালে।

১৮। কোন রমণী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ? —**সুলতানা রিজিয়া** (১২৩৬—৪০)।

১৯। কোন্ মোঘল সম্রাট্ জীবনে মদ্যপান করেন নি ?— **আওরঙ্গজেব**।

২০। কুতুবমিনার কে নির্মাণ করেন ?—কুতুবউদ্দিনের স্মৃতিরক্ষার্থ ইহা কুতুবউদ্দিন নির্মাণ করতে সুরু করেন। ইলতুত্‌মিসের রাজত্বকালে ইহার নির্মাণ শেষ হয়।

২১। সম্রাট্ হুমায়ূনের প্রাণ রক্ষা ক'রে কে একদিনের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ?—নিজাম ভিস্তিওয়ালা।

২২। ভারতের **তখ্‌ৎ-ই-তাউস্** কি ?—সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের ময়ূর সিংহাসনের নাম। সম্রাটের ও বেবাদল খাঁর তত্বাবধানে এই সিংহাসন তৈরী হয়।

২৩। তাজমহলের নির্মাণ কার্যে প্রধান স্থপতি কে ছিলেন ? —**ওস্তাদ ইসাফিন্দি** নামে একজন পারস্যের শিল্পী পরিকল্পনা করেন। **মুকয়রমৎ খাঁ** ও **মীরআবদুল করিম** নামে দু'জন শিল্পী এই বিশ্ববিখ্যাত সৌধ-নির্মান কার্য শেষ করেন।

২৪। ভারত ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠান সম্রাট্ কে ?—**শেরশাহ্**।

২৫। কোন্ রাজা নিজের ছেলেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন ? —সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তাঁর বড় ছেলে শাহজাদা খসরুকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন।

২৬। শেষ মোগল সম্রাটের নাম কি ? —**দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্**। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

২৭। শিবাজীর পতাকার নাম কি ছিল ? —**ভাগোয়া জেন্দা**। এর বর্ণ ছিল গৈরিক।

২৮। শিখদের খালাসা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কে? "খালাসা" শব্দের মানে কি? —গুরুগোবিন্দ। 'খালাসা' শব্দের মানে পবিত্র।

(গ)

১। 'জিজিয়া' কি?—ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে অমুসলমানদের উপর কোন কোন মুসলমান সম্রাট্ একপ্রকার কর আদায় করতেন। এই করকে জিজিয়া বলা হত।

২। কোন্ কোন্ ভারতীয় নরপতি নিরক্ষর ছিলেন? —টিপু, আকবর, রণজিত সিংহ, শিবাজী।

৩। শিখ শব্দের অর্থ কি?—গোরমুখী ভাষায় শিষ্য শব্দের মানে শিখ।

৪। শেষ শিখ নরপতি কে?—রণজিৎ সিংহের পুত্র দিলীপ সিংহ।

৫। শেষ পেশোয়া কে?--দ্বিতীয় বাজীরাও।

৬। ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল কে?—১৮৩৫ খৃঃঅঃ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৭৭৩ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস রেগুলেটিং য়্যাক্ট অনুযায়ী বাংলার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন।

৭। ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে?—লর্ড ক্যানিং।

৮। ভারতের শেষ ভাইসরয় কে?—লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন।

৯। ভারতের কোন্ গভর্ণর জেনারেল আততায়ীর হস্তে নিহত হন?—লর্ড মেয়ো, শের আলি নামে এক কয়েদীর হাতে নিহত হন।

১০। ভারতের প্রথম এবং শেষ ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল কে ?—**রাজা গোপালাচারী**।

১১। কার চেষ্টায় ও কবে **সতীদাহ প্রথা** নিবারিত হয় ? —১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড **বেণ্টিঙ্কের** সময়, তাঁর ও রাজা **রামমোহন রায়ের** চেষ্টায়।

১২। ভারতে কোন্ যুদ্ধে ও কার দ্বারা প্রথম কামান ব্যবহৃত হয় ?—প্রথম **পাণিপথের যুদ্ধে বাবরের দ্বারা**।

১৩। বৃটিশ রাজত্বে সর্বপ্রথম **সিপাহী-বিদ্রোহ** কবে, কোথায় ও কেন হয়েছিল ?—১৮০৬ খৃঃ অঃ লর্ড বার্লোর শাসনকালে মাদ্রাজে **ভেল্লোর** নামক স্থানে। সিপাহীদের **পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তনই** এই বিদ্রোহের কারণ।

১৪। সর্বপ্রথম কবে ও কোথায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় কুঠি স্থাপন করেন ?—শাহ্‌জাহানের পুত্র শাহ্‌সুজার 'ফরমান' অনুযায়ী ক্যাপটেন ব্রাজম্যান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে **১৬৫১** খৃষ্টাব্দে **হুগলীতে** প্রথম কুঠি স্থাপন করেন।

১৫। কোন্ স্ত্রীলোক সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেন ? —**ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ**। তিনি বলেছিলেন—"মেরী ঝাঁসী নেই দেউঙ্গী"।

১৬। সর্বপ্রথম কে এবং কোথায় **আজাদ্ হিন্দ ফৌজ** গঠন করেন ?—নেতাজী **সুভাষচন্দ্র** বসু : **বার্লিনে**।

১৭। বাংলাদেশে কোন্ কোন্ সময় ভীষণ **দুর্ভিক্ষ** হয় ? —একটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বাংলা ১১৭৬ সালে আর একটি 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' বাংলা ১৩৫০ সালে।

১৮। ভারত কবে স্বাধীনতা লাভ করে?—১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট।

১৯। ইংল্যাণ্ডের কোন্ নরপতি নারীর জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেন?—রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড। মিসেস্ সিম্প্‌সনকে বিয়ে করবার বাসনায়,—১৯৩৬ সালে।

২০। ইংলণ্ডের কোন্ রাণী চির কুমারী ছিলেন?—রাণী এলিজাবেথ।

২১। ইংলণ্ডের কোন্ রাজা স্ত্রীকে বলি দিয়েছিলেন? —অষ্টম হেনরী; রাণী এ্যান ও ক্যাথারিনকে।

২২। ইংল্যাণ্ডের কোন্ রাজাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়? —প্রথম চার্লসকে।

২৩। ইংল্যাণ্ডে কোন্ রাজা ইংরেজী ভাষা জানতেন না? —প্রথম জর্জ, তিনি ছিলেন জার্মান।

২৪। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে কোন্ যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। —রাণী এলিজাবেথের সময়কে। এ সময় ইংল্যাণ্ডের নৌবাহিনী ও সাহিত্যের গৌরবময় সময়। স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক, গিলবার্ট, মারে, লর্ড বার্লে, সেক্সপীয়র, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে প্রভৃতি দিক্‌পালেরা এ যুগেরই লোক।

২৫। সমগ্র ইংলণ্ডের প্রথম রাজা কে?—এগবার্ট (৮২৭—৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)।

২৬। 'টুটেন খামেন' ও ক্লিওপেট্রা' কে ছিলেন?—মিশরের অষ্টাদশ ফেরো Pharaoh; ও মিশরের শেষ রাণী।

২৭। নূরজাহান্ কে ছিলেন?—জাহাঙ্গীরের পত্নী।

২৮। ডাঃ সানিয়াৎ সেন কে ছিলেন?—চীনের জাতীয় আন্দোলনের পুরোহিত, তাঁরই চেষ্টায় চীনে ১৯১২ খৃঃ অব্দে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৯। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন কোন্ রাজবংশ ধারাবাহিকভাবে এখনও পর্যন্ত রাজত্ব করে আসছেন?—**জাপানের রাজবংশ**। এই বংশের প্রথম রাজা **জিম্মু** খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন।

৩০। **কোহিনুরের ইতিহাস কি?**—গোয়ালিয়রের রাণী হুমায়ুনকে এই প্রসিদ্ধ হীরক উপহার দেন; ক্রমে ইহা নাদির শাহ ও রণজিত সিংহের হাতে পড়ে। তারপর কেটে ছেঁটে ১৮০০ রতি থেকে ২১২ রতিতে দাঁড়িয়েছে। এখনও ইহা ইংল্যাণ্ড রাজ্যের সম্পত্তি।

৩১। দাক্ষিণাত্যের কোন্ নগরী আয়তনে ও ঐশ্বর্যে রোমের তুল্য ছিল?—কৃষ্ণদেব রায়ের রাজধানী **বিজয়নগর**।

৩২। সম্রাট শাহ্জাহানের কন্যাকে রোগমুক্ত করে কোন্ ইংরেজ চিকিৎসক অতুল ঐশ্বর্যের পরিবর্তে স্বদেশবাসীর বাণিজ্য করবার অধিকার চেয়েছিলেন?—ডাঃ **বৌটন**। শাহ্জাহানের কন্যা জাহানারাকে অগ্নিদাহ থেকে আরোগ্য করেন এবং অর্থের পরিবর্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জন্য বাংলা-দেশে বাণিজ্যের অধিকার প্রার্থনা করেন।

৩৩। ভারতবর্ষের মধ্যে **গুণক অঙ্কে** পৃথিবী বিখ্যাত কে হয়েছেন?—**সোমেশচন্দ্র বসু**। তিনি ৫৩টি রাশিকে ৫৩টি রাশি দিয়া গুণণে মুখে মুখে উত্তর দিয়াছেন।

পুরাণে প্রসিদ্ধ

১। রামায়ণ কে তৈরী করেছেন ? তাঁর পূর্বে নাম কি ছিল ?—মহাকবি বাল্মিকী। দস্যু রত্নাকর। ইনি আদি কবি।

২। মহাভারত ও ভাগবতের প্রণেতা কে ?—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

৩। গঙ্গার নাম ভাগীরথী ও জাহ্নবী হল কেন ?—সগর বংশের সন্তান ভাগীরথ মর্ত্যে গঙ্গাকে এনেছিলেন বলে তাঁর নাম ভাগীরথী। গঙ্গার জলে জাহ্নুমুনির তপোভঙ্গ হওয়ায় তিনি গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করেছিলেন ও পরে ভগীরথের প্রার্থনায় জানুভেদ করে বার করে দেন বলে গঙ্গার আর একটি নাম জাহ্নবী।

৪। রাজর্ষি কাদের বলা হয় ? তাঁরা কি জন্য প্রসিদ্ধ— (১) রাজর্ষি জনক, ইনি বহুদক্ষিন যজ্ঞ করেন। (২) রাজর্ষি বিশ্বামিত্র, ইনি ক্ষত্রিয় হয়েও তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

৫। 'দিক্‌পাল' কাদের বলে ?—দশদিকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, মহাদেব, ব্রহ্মা ও অনন্ত।

৬। বৈতরণী পার হওয়া মানে কি ?—যমপুরীতে প্রবেশ করা। পৃথিবী ও যমপুরীর মধ্যে ব্যবধান এই নদী।

৭। শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ ও অর্জুনের ধনুর নাম কি ?— 'পাঞ্চজন্য ও গাণ্ডীব'

৮। বিষ্ণুর দশ অবতারের নাম কি ?–মৎস, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি।

৯। শক্তিশেলে কে পড়েছিলেন? কি করে বেঁচেছিলেন? —লক্ষ্মন। হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসায় সুষেণ বিশল্যকরণী নামক লতা দিয়ে লক্ষ্মণকে বাঁচিয়েছিলেন।

১০। পূরাণে কারা অমর বলে পরিচিত?—হনুমান, ব্যাস, বলিরাজা, অশ্বত্থামা, বিভীষণ, কৃপাচার্য ও পরশুরাম।

১১। কোন্ মানুষ দেবতাদের নিজের দেহ দান করে রক্ষা করেছেন?—দধীচি ঋষি। বৃত্রাসুর বধ করবার জন্য ইনি যোগবলে দেহত্যাগ করে নিজের অস্থি দেবরাজা ইন্দ্রকে দান করেন।

১২। পুরানে প্রাতঃস্মরণীয় নারী কারা?—অহল্যা, কুন্তি, তারা, দ্রৌপদী ও মন্দোদরী।

১৩। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কে? তাঁর বিষয় কি জান?—ভরদ্বাজ মুনির ছেলে। দশরথের কন্যা শান্তাকে বিয়ে করেন। দ্বাদশ বৎসর লোমপাদ রাজার রাজ্যে বৃষ্টি হয় নি! এঁর পদার্পণে তথায় বৃষ্টি হয়।

১৪। সপ্তর্ষি কে কে?—বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু।

১৫। ভীষ্মের প্রকৃত নাম কি? ভীষ্ম নাম হল কেন?—প্রকৃত নাম দেবব্রত। এঁর পিতা হস্তিনার রাজা শান্তনু ধীবর রাজের কন্যা মৎসগন্ধাকে বিয়ে করেন। চিরকুমার থাকবেন বলে ধীবর রাজের কাছে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন বলে ইনি ভীষ্ম নামে পরিচিত।

১৬। বুড়ো আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন কে ?—একলব্য।

১৭। কে পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন ?—পরশুরাম।

১৮। পিতার আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করেছিলেন কে ?—পরশুরাম।

১৯। কোন্ সন্তান পিতার জরা গ্রহণ করেছিলেন ?—যযাতির পুত্র পুরু।

২০। কোন্ সন্তান পিতার আত্মার স্বর্গলাভের জন্য নরমেধ যজ্ঞ করেছিলেন ?—যযাতি।

২১। সমুদ্র মন্থন কেন হয়েছিল ?—দুর্বাসার অভিশাপে লক্ষ্মী, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিতা ছিলেন। তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য দেবতা ও অসুরগণ মলয় পর্বতকে মন্থন দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করে সমুদ্র মন্থন করেছিলেন।

২২। গীতা কি ? কে কাহাকে বলেছিলেন ?—হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে কর্মে প্রবৃত্ত করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাই গীতা।

২৩। মান্ধাতা কে ? তাঁর বিষয় কি জান ?—ইনি একজন সূর্যবংশীয় মহারাজ। এঁর মা ছিলেন না। পিতার উদরে জন্মগ্রহণ করে কুক্ষিভেদ করে ভূমিষ্ট হন। স্তন দুগ্ধের অভাবে ইন্দ্র তাঁর আংগুলে 'অমৃত' দিয়ে বলে যান 'মাং' ধাস্যসি' অর্থাৎ আমাকে পান কর, এই জন্য তাঁর নাম মান্ধাতা।

২৪। অহল্যা কার শাপে পাষাণময়ী হন? কি ভাবে তাঁর শাপমুক্তি ঘটে?—স্বীয় স্বামী গৌতমের শাপে। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে।

২৫। মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন কে?—সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামী সত্যবানের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন। মনসা মঙ্গলে উল্লেখ করা হয়েছে, বেহুলা স্বামী লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন।

২৬। সপ্তরথী কে কে?—দ্রোণাচার্য কৃপাচার্য, কর্ণ, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম এবং জয়দ্রথ।

২৭। আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হল কেন?—প্রাচীনকালে দুষ্মন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ঔরষে ও শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে একটি পুত্র হয়। এই ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ হয়েছে।

২৮। কে প্রথম দুর্গাপূজা করেন?—সুরথ রাজা।

২৯। 'চণ্ডীর' রচয়িতা কে —মেধস মুনি।

৩০। সংস্কৃত কবিতাকে শ্লোক বলে কেন?—বাল্মীকির শোকাবেগ থেকে উদ্ভুত বলে সংস্কৃত কবিতাকে শ্লোক বলে।

৩১। পুরাণোক্ত সাতটি পবিত্র নদীর নাম কি?—গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী।

৩২। ব্যাসদেবের পিতা ও মাতা কে? তাঁর বেদব্যাস নাম হল কেন?—বশিষ্ঠের পৌত্র পরাশর মুনি ব্যাসের পিতা ও মাতা সত্যবতী। তিনি ঋক্‌, সাম, জজুঃ ও অথর্ব এই চার ভাগে বেদ ভাগ করেন এজন্য তাঁকে বেদব্যাস বলা হয়।

৩৩। রাবণের পিতা ও মাতার নাম কি ?—পিতা মহর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা। মাতা নিকষা নামে রক্ষকন্যা।

৩৪। কাকে সামনে রেখে অর্জুন ভীষ্মবধ করেন ?—দ্রুপদ রাজপুত্র শিখণ্ডিকে।

৩৫। যুধিষ্ঠির নরক দর্শন করেছিলেন কেন ?—তিনি 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বলিতে গিয়া 'ইতিগজ', কথা ধীরে উচ্চারণ করেন। তাতেই তাঁর গুরুবধের পাপ হয়।

৩৬। উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত কি ?—সমুদ্র মন্থনে উত্থিত অশ্ব ও হস্তী। ইহারা ইন্দ্রের অধিকারে আছে।

৩৭। পুরাণোক্ত ত্রিকালদর্শী কাকের নাম কি ?—ভূষণ্ডি।

৩৮। কোন্ মুনি অত্যন্ত কোপন স্বভাব ছিলেন ?—দুর্বাসা।

৩৯। মহাদেবের নাম নীলকণ্ঠ হল কেন ?—সমুদ্র মন্থনের সময় যে বিষ উঠে, পৃথিবী সেই বিষে জর্জরিত হয় দেখে তিনি তাহা কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম নীলকণ্ঠ।

৪০। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয় কি প্রকারে ?—জরা নামে ব্যাধের তীরের আঘাতে।

৪১। কে কখনও দুঃখে অভিভূত হন নি ?—শ্রীকৃষ্ণ।

৪২। কোন গ্রন্থ হনুমানের রচনা বলে খ্যাত ?—মহানাটক।

৪৩। "দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম মদায়ত্ত তু পৌরুষম্"—কথাটি কে বলেছিলেন ?—মহাবীর কর্ণ।

৪৪। পঞ্চবটী বন কি কি গাছ নিয়ে ?—অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী ও অশোক।

৪৫। শিব ও বিষ্ণুর বিখ্যাত অস্ত্রের নাম কি?—শিব—পিণাক নামক ধনু। বিষ্ণু—সুদর্শন চক্র।

রাজনীতি

১। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম এবং বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট কে?—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কবে থেকে প্রবর্তিত হয়?—১৯৫০ খৃঃ অব্দে ২৬শে জানুয়ারী।

৩। ভারতবর্ষের শেষ গভর্ণর জেনারেল কে?—লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

৪। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী কে?—জওহরলাল নেহেরু।

৫। পাকিস্তানের বর্তমান গভর্ণর জেনারেল কে? মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জ্জা।

৬। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী কে?—জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ আলী।

৭। পাকিস্তানের কোন প্রদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক লোক বাস করে।—পূর্ববঙ্গে।

৮। ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির নাম কর।—

(১) কংগ্রেস। (২) ফরওয়ার্ড ব্লক। (৩) সোসিয়ালিষ্ট পার্টি। (৪) কম্যুনিষ্ট পার্টি। (৫) রেভলুসনারি সোসিয়ালিষ্ট পার্টি। (৬ র‍্যাডিক্যাল ডেমক্রেটিক পার্টি (৭) হিন্দুমহাসভা। (৮) মুসলিম লীগ।

৯। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস কাকে বলে ?—ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত স্বয়ং-শাসিত দেশগুলি যে রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদালাভ করে, তাকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বলে।

১০। আন্তর্জাতিক সভা কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? ইহার কাজ কি ?—এই সভা স্থাপিত হয় ২০শে জুন ১৯২০ খৃঃ অঃ। এর উদ্দেশ্য জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও আন্তর্জাতিক বিবাদগুলি সালিশীর দ্বারা মিটান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এরই একটি বিভাগ United Nations Organisation বা U. N. O. নামে পরিচিত। (ইং ১৯৪৫)

১১। Sabotage শব্দের অর্থ কি ?—এই শব্দটি যুদ্ধের সময় প্রচ্ছন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যের প্রতিশব্দরূপে পাই। ফরাসী ভাষায় Sabotage কথাটির অর্থ কাঠের জুতা। ধর্মঘটের সময় শ্রমিকেরা কাঠের জুতা ছোড়াছুড়ি করে বলে Sabotage-এর মানে ওরূপ হয়েছে।

১২। ডেমোক্রেসি কাকে বলে ?—'ডেমোক্রেসি'কে বাঙ্গলায় গণতন্ত্র বলে।

১৩। বুর্জোয়া কথার অর্থ কি ?—কথাটি ফরাসী ভাষায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বুঝায়।

১৪। কাদের 'প্রোলিটারিয়েট' বলে ?—শ্রমিক সম্প্রদায়কে।

১৫। 'বলশেভিজম্‌' কাকে বলে ?—১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সমাজতন্ত্রী দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়। যারা দলে ভারি ছিল, তাদের 'বলশেভিক' বলা হত। এই দলের নেতা ছিলেন লেনিন। 'বলশেভিক' দলের সরকারী নাম কম্যুনিষ্ট পার্টি।

১৬। 'বুরোক্রেসী' কাকে বলা হয় ?—বাঙলায় একে আমলাতন্ত্র বলে। যে শাসনতন্ত্রে রাজকর্মচারীরাই সর্ব্বেসর্বা, তাকেই 'বুরোক্রেসী' বলা হয়।

১৭। 'বামপন্থী' (Leftists) ও 'দক্ষিণপন্থী' (Rightists) কাহাদের বলা হয় ?—যারা প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নীতি মেনে চলেন, তাঁরাই দক্ষিণপন্থী আর যারা তা পরিবর্তনের পক্ষপাতী তাঁরাই বামপন্থী।

১৮। 'পঞ্চম বাহিনী' কাকে বলে ?—কথাটির উৎপত্তি হয় ১৯৩৩—৩৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনের যুদ্ধে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো (১) স্থলসৈন্য, (২) নৌসৈন্য, (৩) বিমানদল, (৪) কূটনৈতিক দল —এই চার বাহিনী নিয়ে মাদ্রিদ আক্রমণ করেন। আর একটি বাহিনী প্রচ্ছন্ন থেকে শত্রুদের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কার্যে রত থাকে। এই শেষোক্ত দলটিই পঞ্চম বাহিনী (Fifth Column)। দেশের মধ্যে বাস করে যারা শত্রুর সাহায্য করে, তারাই এই নামে অভিহিত হয়।

১৯। 'প্লেবিসাইট' বা গণভোট কি ?—আইন-পরিষদে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জানবার জন্য যে গণভোট নেওয়া হয়, তাকে 'প্লেবিসাইট' বলে।

২০। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস কাকে বলে ?—ব্রিটিশ কমন-ওয়েল্‌থের মধ্যে থেকে যে দেশগুলি স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা লাভ করে, তাকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বলে।

২১। 'ক্যামুফ্লেজ' কাকে বলে ?—ফরাসী শব্দ। অর্থ আত্মগোপন। শত্রুগণ যাতে বুঝতে না পারে, সেইজন্য কামান,

রসদ, সৈন্য প্রভৃতির উপর গাছপালা, জাল ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। গত মহাযুদ্ধে ইহা ব্যবহৃত হয়।

২২। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী কে ?—বক্সি গোলাম মোহম্মদ।

২৩। ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী কে ?—আবুল কালাম আজাদ।

২৪। পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী কে ?—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

অর্থনীতি

১। সর্বপ্রথম ধনাগার স্থাপন হয় কোথায় ?
—আধুনিক ধনাগারের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রথম স্থাপিত হয় খৃঃ পূঃ ৬৩০ সালে ব্যাবিলনে।

২। ভারতবর্ষে কয়টি ব্যাঙ্ক আছে ?—৩২৫টি। এদের মধ্যে ১৮টি এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক। সম্মিলিত মুলধন বিশিষ্ট ৮৪টি। সমবায় ব্যাঙ্ক ২২৩টি। এছাড়া 'ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া' ও 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' আছে।

৩। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কবে, কি উদ্দেশ্য স্থাপিত হয় ?—১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিমান করা।

৪। Call-money কাকে বলে ?—চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকারে যে টাকা ধার দেওয়া হয়।

৫। ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় কত ?—২৬৫৲ (১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত হিসাবে)।

৬। আমেরিকাবাসীর বার্ষিক মাথাপিছু আয় কত?—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৩২৪ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৪২১২৲ টাকা।

৭। মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে?—দেশের সম্পদের যাথার্থ মূল্যের তুলনায় মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বিক্রয়যোগ্য জিনিষের মূল্যও বাড়ে; ইহাই মুদ্রাস্ফীতি (Inflamation).

৮। Devaluation বা মূল্যাবনতি কাকে বলে?—কোন্ দেশের সরকার যদি স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে তাঁর দেশের মুদ্রার মূল্য অন্য দেশের তুলনায় কমিয়ে দেন, তাকে মূল্যাবনতি বলে।

৯। 'ব্যাড্ ডেট্' (Bad debt) কাকে বলে?—প্রদত্ত ঋণের সুদ ছ'মাস পর্যন্ত আদায় না হলে তাকে 'ব্যাড ডেট' বলে।

১০। সোনার আমদানি রপ্তানি কি করে হয়?—বহির্বাণিজ্যের দেশে পাওনা সোনা দিয়েই চুকাতে হয়। তাই জিনিষের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি বেশী হলে দেশ থেকে সোনা চলে যায়। আর তার বিপরীত হলে বিদেশ থেকে সোনা দেশে আসে।

১১। আমদানি শুল্ক (Customs duty) কি?—বিদেশ থেকে আমদানি মালের উপর যে শুল্ক আদায় করা হয়, তাকে আমদানি শুল্ক বলে।

১২। জাতীয় ঋণ (National debt) কাকে বলে?—দেশের সরকার যে ঋণ গ্রহণ করে, তাকে জাতীয় ঋণ বলে।

১৩। বীমার কাজ প্রথম হয় কবে?—৪৫ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট ক্লডিয়াস প্রথম পণ্য দ্রব্যের বীমা প্রচলন করেন। জীবন বীমা আরম্ভ হয় ইংলণ্ডে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে।

১৪। জীবন বীমার সুবিধা কি?—মনে কর মাসে ৩৲ টাকা করে জমিয়ে ২৫ বছরে সুদে খাটিয়ে ১০০০৲ টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু মাসে ৩৲ টাকা দিয়ে বীমা করালে ঐ ১০০০৲ টাকার মালিক প্রথম মাস থেকেই হওয়া যায়। সংসারী লোকের পক্ষে বীমা খুব উপকারী।

১৫। আমাদের দেশে কোথায় কোথায় টাকশাল (Mint) আছে?—বোম্বাই ও কলিকাতায়। নোট, ডাকটিকিট, রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প ছাপা হয় নাসিকে।

সাহিত্য

১। বাঙ্‌লা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায়?—নেপালে। ১৩২৩ সালে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এগুলি নেপালের রাজগ্রন্থাগার থেকে উদ্ধার করে প্রকাশ করেন। এগুলি 'বৌদ্ধগান' ও 'দোঁহা'। সাধারণ ভাষায় এদের চর্যাপদ বলা হয়।

২। বাংলা ভাষার প্রথম কবি কে?—কৃত্তিবাস ওঝা।

৩। বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র কি?—'বেঙ্গল গেজেট'।—১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৪। বাংলা ভাষার প্রথম নাটক কি?—"কুলীন কুল সর্বস্ব" —লেখক রামনারায়ণ তর্করত্ন।

৫। বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা কি ?—শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রকাশিত 'দিগদর্শন। ইং ১৮১৮ সাল, এপ্রিল।

৬। বাংলা ভাষায় প্রথম ছাপা বই কোনখানি ?—নাম "কৃপা শাস্ত্রের অর্থভেদ"—রচয়িতা পর্তুগীজ পাদরী মানোএলদা-আসস্তুম্পসাম ; ইং ১৭৩৪ সালে রোমান অক্ষরে লিসবনে ছাপা হয়। (বাংলা ছাপার অক্ষর তখনও উঠেনি)।

৭। বাংলা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত পুস্তক কোন্‌টি ?—হালহেডকৃত বাংলা ব্যাকরণ (১৭৭৮ খৃঃ অঃ)।

৮। পৃথিবীর শ্রেষ্টতম বৃহৎ কাব্য কোন্‌টি ?—সংস্কৃত মহাভারত।

৯। সংস্কৃত মহাভারত বাংলা গদ্যে কে অনুবাদ করেন ? কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১০। বাংলা ভাষায় প্রথম গণনাটক কি ?—৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।

১১। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কোন্ কাব্যের জন্য 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছিলেন ? -গীতাঞ্জলীর ইংরাজী অনুবাদের জন্য।

১২। বাংলাভাষায় রচিত প্রথম জাতীয় সংগীত কি ? তাহা কার রচনা ?—'বন্দেমাতরম্'—রচয়িতা ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৩। বাংলায় স্কট ও মিল্টন কাদের বলা হয় ?—যথাক্রমে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১৪। নবীনচন্দ্র সেনের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ কি কি ?—'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'অবকাশ-রঞ্জিনী।'

১৫। কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী লেখক ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করেছেন ?—টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারিচাঁদ মিত্র; পঞ্চানন্দ—ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ভানুসিংহ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরশুরাম—রাজশেখর বসু, বনফুল—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

১৬। কবি কঙ্কন ও রায় গুণাকর কে কে ?—যথাক্রমে 'চণ্ডীমঙ্গলের' কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ও 'অন্নদামঙ্গলে'র কবি ভারতচন্দ্র রায়।

১৭। প্রসিদ্ধ নাট্যকার কে কে ?—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

১৮। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক গুরু কে।—কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তী।

১৯। বাঙ্গালী পরিবারের নিখুঁত ছবি নিয়ে কোন্ উপন্যাস, কার দ্বারা প্রথম রচিত হয় ?—৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "স্বর্ণলতা।"

২০। বাংলায়কোন্ কবি ছন্দ-বৈচিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ?—৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

২১। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচয়িতা কে ?—৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদ বধ' শ্রেষ্ঠ কাব্যে এই ছন্দ প্রথম ব্যবহার করেন।

২২। বাংলার প্রচীনতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদাবলী রচয়িতা কে ? —চণ্ডীদাস।

২৩। বঙ্কিম চন্দ্রের প্রথম ও শেষ উপন্যাসের নাম কি কি ? —যথাক্রমে "দুর্গেশনন্দিনী" "সীতারাম।"

২৪। 'হাসির গানে'র কবি কে—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

২৫। বাংলাসাহিত্যের সর্ববিভাগে যাঁর অবদান আছে, এমন একজন সাহিত্যিকের নাম কর। ৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৬। কোন্ কোন্ বাঙ্গালী ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন?—মনোমোহন ঘোষ, রবি দত্ত, তরুবালা দত্ত, সরোজিনী নাইডু।

২৭। ভারতীয় আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কে?—উত্তর প্রদেশের মুলুকরাজ আনন্দ; রুশীয় ভাষায় 'কুলি' ও 'দুটি পাতা একটী কুড়ি, এই দু'খানি উপন্যাস রচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন।

২৮। গ্রীক সাহিত্যের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাকাব্যকে রামায়ণ ও মহাভারতের সঙ্গে তুলনা করা হয়?—হোমার রচিত—ইলিয়াড ও ওডিসি।

২৯। সংস্কৃত, ইংরেজি ও জার্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক ও নাট্যকারদের নাম কি কি?—সংস্কৃত—"অভিজ্ঞান্ শকুন্তলম" রচয়িতা কালিদাস। ইংরেজি—'Othelo,' 'Macbeth,' 'Ham let রচয়িতা সেক্স্পিয়ার। জার্মান —"Faust" রচয়িতা গোটে।

৩০। রাশিয়ায় সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কে কে?—টলষ্টয়, ডক্টর ভস্কি, ম্যাক্সিম গোর্কি।

৩১। শিশুসাহিত্যে কোন্ ব্যক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন? —ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়।

৩২। সাহিত্য ও নাটক লিখে কোন্ কোন্ ইউরোপীয় নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?—ফ্রান্সের—রোঁমারোঁল্যা এবং আনাতোল ফাঁস। পোলাণ্ডের—সিন্‌কিউইজং। সুইডেনের সেল্‌মা লজার্ লফ্; আয়ার্লণ্ডের—বার্ণার্ড শ'; নরওয়ে—ন্যুট হ্যামসুন; জার্মানির—টমাস ম্যান্; বেলজিয়মের—মেটারলিঙ্ক; স্পেনের—বেলেভেন্ট; ইটালীর—পিরানডেলো।

শিক্ষা

সারা ভারতে মোট প্রায় ২½ লক্ষাধিক শিক্ষায়তন আছে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হবে প্রায় ১,৬০,৩৯,২৮৭ জন।

শিক্ষিতের হার—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ৪০%; বরদায় ৩০%; উত্তর প্রদেশে ৯%; বিহার ও উড়িষ্যায় ৭%; পশ্চিম বাংলায় ১৬% গড়ে ভারতে ১৩%।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা

পশ্চিম বাংলা ৪৬,০১৬; উত্তরপ্রদেশ ২৩,৬৬৫; মাদ্রাজ ৫৬৯৯৫; পূর্ব-পাঞ্জাব ৭,৪৫৭; বোম্বাই ৫৬০০১; আসাম ৬,৫১৩; বিহার ও উড়িষ্যা ২৯,৫৯৩; মধ্য প্রদেশ ৫৩২১।

১। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে? তাদের নাম কি, কোন্ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?—মোট ৩২টি; কলিকাতা (১৮৫৭); বোম্বাই (১৮৫৭); মাদ্রাজ (১৮৫৭);

এলাহাবাদ (১৮৮৬) ; লক্ষ্ণৌ (১৯২০) ; নাগপুর (১৯২৩) ; পাটনা (১৯১৭) , আলিগড় (১৯২০) ; দিল্লী (১৯২২) ; আগ্রা (১৯১৭) ; বেনারস (১৯১৫), অন্ধ্র (১৯২৬) ; গৌহাটী (১৯৪৮) ; আন্নামালাই (১৯২৯) ; ত্রিবাঙ্কুর (১৯৩৮) ; বিশ্বভারতী (১৯২১) ; মহীশূর (১৯২৬) ; ওসমানিয়া (১৯১৮) ; উৎকল (১৯৪৩) ; পুণা (১৯৪৮) ; কাশ্মীর (১৯৪৮) ; সাগর (মধ্য প্রদেশ) (১৯৪৬) ; দিল্লী--ইস্‌লামিয়া (১৯০১) ; রাজস্থান-জয়পুর (১৯৪৭) ; ভারতীয় মহিলা-পুণা (১৯০২) ; ইন্দোর (১৯৪৮); সিমলা (১৯৪৭) কর্ণাটক (১৯৪৮) ; বরদা (১৯৪৯) ; গুজরাট (১৯৪৯) ; রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং (১৯৪৯) ; গুরুকুল-হরিদ্বার (১৯১০) ।

২। পাকিস্তানে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ? ও কি কি ? —২টি ; ঢাকা ও লাহোর।

৩। প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীন ও বিখ্যাত ? তক্ষশীলা।

৪। ভারতে ইংরেজ আমলের প্রথম কলেজ কোন্‌টি ?—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। অবশ্য এ কলেজে সর্বছাত্রের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। যে সব ইংরেজ কর্মচারী এদেশে আসত—তারাই এ কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করতো। ১৮১৬ সালে রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় উক্ত কলেজ ভেঙ্গে সর্বছাত্রের শিক্ষাদানের জন্য “হিন্দু কলেজ” প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। ইংলণ্ডের দু'টি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর—অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ।

৬। অঙ্কের দশমিক প্রণালী কোন্ দেশে আবিষ্কৃত হয় ?—ভারতে।

৭। ১ থেকে ৯ ও ০, এই দশটি সংখ্যার সাহায্যে পৃথিবীর যাবতীয় অঙ্কশাস্ত্রের উদ্ভাবন কোন্ দেশ প্রথম করে ?—ভারতবর্ষ।

৮। ভারতের প্রাচীনতম লিপির নাম কি ?—ব্রাহ্মী।

৯। ভারতে বৃহত্তম গ্রন্থাগার কোন্‌টি ?—জাতীয় পাঠাগার; পূর্বে নাম ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। ইহা কলিকাতায় অবস্থিত, গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৪½ লক্ষ।

১০। ভারতের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থালয় বড় ?—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থসংখ্যা ২½ লক্ষ।

১১। পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার কোথায় ?—লেনিনগ্রাড। গ্রন্থসংখ্যা ৫০ লক্ষ।

১২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম যাদুঘর কোন্‌টি—ভারতীয় যাদুঘর, কলিকাতা।

১৩। ভারতে শিক্ষিতের হার কত ?—১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে শিক্ষিতের হার শতকরা ১৭·৫২।

১৪। পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার কত ?—শতকরা ১৩·২ (১৯৫১ খৃঃ)।

১৫। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার কত ?—শতকরা ১৬ (১৯৫১ খৃঃ)।

১৬। বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি কবে, কার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় ?—১৭৮৪ খৃঃ অব্দে সার উইলিয়ম জোন্স কর্ত্তৃক।

পদার্থ বিজ্ঞান

১। আপেক্ষিক গুরুত্ব কাকে বলে?—কোন বস্তুর ওজন তার সম আয়তন জলের ওজন দিয়ে ভাগ করলে ঐ বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব পাওয়া যায়।

২। একটি লোহার নলকে জলপূর্ণ করে সেই জলকে বরফে পরিণত করলে কি হয়?—নলটি ফেটে যায়; কারণ জল বরফে পরিণত হলে আয়াতনে বাড়ে।

৩। রামধনু ও চন্দ্রমণ্ডল কি করে হয়?—বাতাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার ভিতর সূর্য বা চাঁদের কিরণ বিশ্লিষ্ট হয়ে ইহাদের সৃষ্টি হয়। রামধনুতে সূর্যের সাতটি রং দেখা যায়।

৪। একটি লাঠির কতক অংশ জলে ডুবালে লাঠি বাঁকা দেখায় কেন?—আলোর রশ্মি জল বা কাচের ভিতর গেলে তার গতিপথ বেঁকে যায়। আলোকের এই বিচ্ছুরণের ফলেই লাঠিটা বাঁকা দেখায়।

৫। মানুষ কথা বললে বাতাসে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তার দৈর্ঘ্য কত?—এক থেকে আট ফুট। সুগায়কেরা এমন গভীর বা উচ্চ শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারেন, যার দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৮ ফুট বা ৯ ইঞ্চি মাত্র।

৬। রেলগাড়ী বা মোটরবাস হঠাৎ থেমে গেলে আমরা সামনের দিকে ঝুকে পড়ি কেন?—গাড়ীর গতিবেগ আরোহীর ভিতরেও সংক্রামিত হয়; সুতরং গাড়ী হঠাৎ থেমে গেলে আরোহী সেই গতির বেগে সামনে ঝুকে পড়ে।

৭। জলে বরফ দিলে ঠাণ্ডা হয় কেন?—জলেরও উত্তাপ আছে। বরফ জল থেকে উত্তাপ টেনে নিয়ে গলতে থাকে, সে কারণ জল ঠাণ্ডা হয়।

৮। জলে আগুন নেভে কেন?—প্রথমতঃ জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়ে আগুনের উপর ঢাকা দিয়ে অক্সিজেন যোগান বন্ধ করে দেয়। দ্বিতীয়তঃ প্রজ্জ্বলন সম্ভব হয় না।

৯। রেলপথে ছুটি রেলের জোড়মুখে একটু ফাঁক থাকে কেন?—রেলগাড়ীর চাকার ঘর্ষণে লোহার রেল উত্তপ্ত হয়ে একটু বাড়ে। ফাঁক না থাকলে রেলপথ বেঁকে যাবার সম্ভাবনা আছে।

১০। আকাশ নীল দেখায় কেন?—অসীম শূন্যে অসংখ্য ধূলিকণা সূর্যকিরণে আলোকতরঙ্গ ধরে রাখে। বৃহত্তর আলোক তরঙ্গগুলি নীল ব্যতিত অন্যান্য বর্ণের স্বষ্টি করে। আর ছোট তরঙ্গগুলি নীলরঙ্গের স্বষ্টি করে। সেগুলি আমাদের চোখে এসে ঠেকে। তাই আকাশকে নীল দেখায়।

১১। বিদ্যুৎবাহী তারে পাখী বসলে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় না কেন?—বিদ্যুৎবাহী তারের সঙ্গে মাটির কোন যোগাযোগ নেই বলে।

১২। উঁচুগাছে বাজ পড়ে কেন?—মাটির বিদ্যুৎ গাছের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে এবং মেঘের বিদ্যুতের নিকটবর্তী হয়। মেঘের বিদ্যুৎ গাছের বিদ্যুত দ্বারা আকৃষ্ট হলেই বাজ পড়ে।

১৩। পচা ডিম জলে ভাসে কেন?—পচা ডিম উহার সম আয়তন জল অপেক্ষা হাল্‌কা।

১৪। উঁচু বাড়ীর উপর লোহার শলাকা পোঁতা থাকে কেন?—বজ্রপাত থেকে বাড়ীকে রক্ষা করবার জন্য। এই শলাকা তামার তার দিয়ে মাটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বিদ্যুৎ তার ভিতর দিয়ে আকৃষ্ট হয়ে মাটিতে মিশে যায়।

১৫। বজ্রপাতের শব্দে অনেক সময় জানালার কাচ ভাঙ্গে কেন?—বজ্রের শব্দে প্রবল বায়ুতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের ধাক্কায় অনেক সময় জানালার কাচ ভেঙ্গে যায়।

১৬। কাচের গ্লাসে বরফ জল রাখলে, গ্লাসের বাইরের দিক্‌টা ভিজে যায় কেন?—বরফের সংস্পর্শে গ্লাসের গাত্রও শীতল হল; তখন বাইরের গরম বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পাত্রের বাইরেরটা ভিজিয়ে দেয়।

১৭। শীতকালে সকালবেলা পুকুর ইত্যাদি থেকে ধোঁয়া বেরোয় কেন?—পুকুর থেকে যে বাষ্প বেরয়, তা বাইরের বাতাসের চেয়ে গরম। সুতরং বাইরের শীতল বাতাসের সংস্পর্শে এসে তা জমে ধোয়ার আকার হয়।

১৮। অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রের জল জ্বলতে দেখা যায় কেন? —সমুদ্রের জলে এক প্রকার খুব ছোট পোকা আছে। তাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে ফসফরাস আছে বলে তারা অন্ধকারে জ্বলে।

১৯। একটি জিনিষের ওজন বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানে ও মেরুপ্রদেশে একই কি না?—না। মেরুপ্রদেশে ওজন বেশী হবে, কারণ বিষুবরেখা অপেক্ষা মেরুপ্রদেশে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বেশী।

২০। কলসীতে জল ভর্তি করতে শব্দ হয় কেন?—সকল জায়গার মত শূন্য কলসীর মধ্যেও বাতাস আছে; জল ঢোকবার সময় সে বাতাসকে ঠেলে বার করে দেয়, সেজন্য ওরূপ শব্দ হয়।

২১। টেলিভিসন কি?—বেতারে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন পদার্থের বাস্তব দৃশ্যকে অন্যস্থানে পাঠান।

২২। আনবিক বা য়্যাটম বোমা কি?—য়্যাটম শব্দের অর্থ পরমাণু। এর শক্তি অসাধারণ হয় যদি তাকে মুক্ত করে দেওয়া যায়। বোমার প্রচণ্ড আঘাতে সেই পরমাণুকে মুক্ত করে দেওয়ার ফলেই অপরিসীম ধ্বংসাত্মক কার্য সাধিত হয়।

২৩। গ্রীষ্মকালে কাল জামা পরলে বেশী গরম বোধ করি কেন?—কাল জামা আগে উত্তপ্ত হয়। কারণ কাল রং সূর্যের সমস্ত রংকে শোষণ করে নেয়। আর সাদা রংএ সূর্যরশ্মি বেশী পরিমাণে বিকীর্ণ হয়ে যায়, সেজন্য সাদা রং গরম হতে বেশী সময় লাগে।

২৪। দুধ জ্বাল দিলে উথ্‌লে উঠে কেন? আবার ফুঁ দিলে উথলান বন্ধ হয় কেন?—দুধ উত্তপ্ত হলে তার উপর একটা চর্ব্বির সর পড়ে; সেই সর ভেদ করে জলীয় বাষ্প উপরে উঠতে পারে না বলেই উথলে উঠে; আর ফুঁ দিয়ে সেই সর ভেঙ্গে দিলে বাষ্প বেরিয়ে গিয়ে চুপসে যায়।

২৫। একটি কাচের বায়ুশূন্য ঘরে একখণ্ড ভারি লোহা ও একটি হাল্‌কা পালক একসঙ্গে ফেললে কোনটি আগে মাটিস্পর্শ করবে?—দুটোই এক সঙ্গে। কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দু'টিকেই সমান বেগে টানছে।

২৬। ছেলেরা মাছের পটপটি ফোটালে অমন আওয়াজ হয় কেন ?—আঘাত দেওয়ার ফলে পটপটির ভিতরের আবদ্ধ বাতাস দ্রুতবেগে বাইরে এসে বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তার জন্যই এই আওয়াজ হয়ে থাকে।

২৭। গ্রীষ্মকালে কুঁজোর জল ঠাণ্ডা থাকে কেন ?—মাটির কুঁজো সছিদ্র ; কাজেই সে ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অসংখ্য জলকণা সর্বদা বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে বাষ্পীভূত হতে থাকে। সে সময় জলকণাগুলি কুঁজোর জল থেকে উত্তাপ সংগ্রহ করে, কাজেই কুঁজোর জল ঠাণ্ডা থাকে।

২৮। তেল জলের উপরে ভাসে কেন ?—তেল জল অপেক্ষা হাল্‌কা বলে।

উদ্ভিদতত্ত্ব

১। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ গাছ সব চেয়ে দরকারী—তালগাছ। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, তালগাছের বিভিন্ন অংশ প্রায় ৮০০ রকম কাজে লাগে।

২। কোন্ গাছ পৃথিবীর মধ্যে বেশীদিন বাঁচে ?—'ইউ' গাছ। প্রায় ৩২০০ বছর।

৩। পৃথিবীর বৃহত্তম ফুলের নাম কি ?—সুমাত্রা দ্বীপের "রাফ্‌লোসিয়া"।

৪। ফুলের গন্ধ কোথা থেকে আসে ?—ফুলগাছ এক প্রকার উদ্বায়ীতে তৈয়ারী করে, তাই ফুলে সঞ্চারিত হয়ে ফুলকে সুবাসিত করে।

৫। ফুল যে গন্ধ ছড়ায়, তাতে ফুলের কি স্বার্থ ?—মৌমাছি ও প্রজাপতিরা এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে ছড়িয়ে দিয়ে বংশবৃদ্ধির সহায়তা করে। সে জন্য সুগন্ধ দ্বারা ফুল তাদের আকর্ষণ করে।

৬। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কোন্ ফুলের রং বদলাতে থাকে ?—স্থলপদ্ম।

৭। 'ওষধি' বৃক্ষ কাদের বলে ?—যারা একবার ফলদান করে মরে যায়—যেমন কলা, ধান, ইত্যাদি।

৮। অধিকাংশ ফুল কি রং-এর হয় ?—প্রসিদ্ধ উদ্যানবিদ্ লুথার বার ব্যাঙ্ক বলেছেন, জগতে বেশীর ভাগ ফুল লাল রং-এর।

৯। প্রাণীভুক উদ্ভিদগুলির নাম কর—টিঞ্জোল, নেপেন্থস্, ভিনাস, ফ্লাইট্যাপ।

১০। কোন্ কোন্ উদ্ভিদ থেকে তন্তু হয় এবং সেই তন্তু মানুষের প্রয়োজনে লাগে ?—তূলা, পাট, শণ গাছ প্রভৃতি।

১১। প্রাণীর মত উদ্ভিদের অনুভূতি আছে কি ?—হ্যাঁ। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর ক্রেস্কোগ্রাফ্ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন, প্রাণীর মত উদ্ভিদেরও অনুভূতি কোষ আছে। তার দ্বারা তারা দুঃখ, আনন্দ, চাঞ্চল্য বোধ করে।

প্রাণীতত্ত্ব

১। জলপান করে না এমন প্রাণী আছে কি?—আফ্রিকার কৃষ্ণকায় হরিণ জলপান করে না।

২। সাদা বিড়াল কি কালা হয় ?—হ্যাঁ। শ্বেতকায় ও রক্তচক্ষু (albinss) প্রাণী মাত্রেরই শ্রবণশক্তি কম হয়।

৩। কোন্ প্রাণী সব চেয়ে দ্রুত উড়তে পারে?—বালিহাঁস, প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০ ফিট উড়তে পারে।

৪। সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ছোট পাখীর নাম কর? —যথাক্রমে 'উটপাখী' ও আমেরিকার 'হামিংবার্ড'।

৫। সাদা কোকিল ও সাদা কাক কোথায় দেখা যায়?—এরা জন্মায় খুব উঁচু পর্বত শিখরে। তবে লোকালয়ে মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

৬। সবচেয়ে সুন্দর গান করে কোন্ পাখী?—উত্তর আমেরিকার 'হাকিং বার্ড'।

৭। মাছির পরমায়ু কত?—৬২ দিন।

৮। মশার হুল ফুটায় কে? স্ত্রী না পুরুষ মশা?—স্ত্রী মশা; কারণ পুরুষ মশার রক্তশোষণের ক্ষমতা নেই।

৯। সবচেয়ে দীর্ঘজীবি প্রাণী কোন্‌টি?—তিমি (Whale),

১০। কোন্ জীব ডাকতে পারে না?—জিরাফ।

১১। হাতীর শুঁড়ে হাড় আছে কি?—না, ইহা, ৪০ হাজার মাংসপেশীর সমষ্টি।

১২। কোন্ চতুষ্পদ প্রাণী ডিমও পাড়ে, আবার সন্তানকে স্তন্যও দেয়?—প্ল্যাটিপাস্; অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করে।

১৩। কোন্ প্রাণী মুখ দিয়ে খায় ও মুখ দিয়েই মলত্যাগ করে?—হাইড্রা নামক জলজ প্রাণী।

১৪। কোন্ মাছের ডিম হয় না?—হাঙ্গর ডিম প্যাড়ে না।

১৫। কোন্ জীবের চোখ নেই ?—উঁইপোকা ও কেঁচো।

১৬। বিড়াল জল দেখলে ভয় পায় কেন ?—বিড়ালের লোম তৈলাক্ত নয়, সহজে জল ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

১৭। জলের নীচে মাছ ঘুমায় কিনা ?—হাঁ ঘুমায়' কিন্তু মাছের চোখের পাতা নেই বলে ঘুমাবার সময় চোখ খোলা থাকে।

১৮। মাছের পট্কা থাকে কেন ?—বায়ু ভর্তি পট্কা নিয়ে জলে ভাসতে পারবে বলে।

১৯। বর্ষাকালে কোন্ ব্যাঙগুলি ডাকে ?—পুরুষ ব্যাঙ।

২০। মানুষের দেহে কতগুলি হাড় আছে ?—২০৬ খানি।

২১। মানুষের দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ কত ?—১৮.৪ ফাঃ।

২২। কোন্ সাপের চলবার সময় ঝুন্ ঝুন্ আওয়াজ হয় ?—'আমেরিয়া র‍্যাটেল'। শব্দ শুনে অন্য প্রাণীরা সতর্ক হয়।

২৩। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম প্রাণী কোন্‌টি ?—তিমি।

২৪। মাটিতে কোন্ পাখী দ্রুত গমন করে ?—উটপাখী।

২৫। কোন্ পাখী উড়তে পারে না ?—উট, কিউই, এমুওরিয়া।

২৬। বাদুড় পাখী না জন্তু ?—ইহারা একপ্রকার স্তন্যপায়ী জন্তু।

রাসায়ণ শাস্ত্র

১। পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থ কতগুলি আছে ?—৯২টি।

২। সমুদ্রের জল লোনা কেন ? সমুদ্রের জল লোনা হওয়ার জন্য জাহাজ চলাচলের কি সুবিধা হয়েছে ?—নদী পর্বত থেকে বহু পরিমাণ লবণ ও খনিজ পদার্থ বয়ে নিয়ে এসে সমুদ্রে ফেলে। সেই জন্যই সমুদ্রের জল লোনা হয়। সমুদ্রের জল লোনা বলে ভারি হয় ও খুব ঠাণ্ডা পেলেও সহজে জমে না। ফলে জাহাজ চলাচলের সুবিধা হয়।

৩। বাতাসে কোন্ কোন্ গ্যাস আছে ?—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। ইহা ছাড়াও জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ প্রভৃতি গ্যাস অল্পাধিক পরিমাণে আছে।

৪। লোহায় মরিচা পড়ে কেন ?—বাতাসে যে অক্সিজেন আছে, তা' লোহার সহিত মিশে এক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এর নাম মরিচা।

৫। 'চীনেমাটি' পদার্থটি কি ?—একটি মিশ্রণ মাত্র। 'কেওলিন', 'কোয়ার্জ,' 'ফেলস্পার' ও 'বালি মাটি' একত্রে মিশ্রিত হয়েই চীনেমাটি উৎপাদন করে। আমরা যাকে চীনেমাটি বলি, তার প্রকৃত নাম "পোসিলেন"।

৬। "সোডা ওয়াটার" কি ?—সোডা ওয়াটারে সোডা কিছুই নাই। উহা জলের সহিত কার্বন-ডাই অক্সাইড্ গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র।

৭। কি কি উপাদানে বারুদ উৎপন্ন হয় ?—সোরা, গন্ধক্ ও কাঠকয়লা।

৮। গালা কোথা হ'তে পাওয়া যায় ? ল্যাক্সিফার ল্যাক্লা নামক পোকার গায়ে গালা জন্মায়।

৯। বর্ষাকালে লবণ রসে যায় কেন?—লবণের মধ্যে ক্যালসিয়াম্ ও ম্যাগনেসিয়ান্ ক্লোরাইট্ নামক পদার্থ আছে। এই পদার্থগুলি বাতাস হতে জলীয় বাষ্প টেনে লয় বলে লবণ বর্ষাকালে রসে যায়।

১০। কর্পূর জিনিষটি কি?—জাপানে 'ক্যাম্ফর লরেল' নামক একপ্রকার গাছের ছাল ও পাতা সিদ্ধ করে ক্বাথ তৈয়ারী হয়। এই ক্বাথ হতে রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কর্পূর তৈয়ারী হয়।

১১। লোনা জল হ'তে যে বরফ তৈয়ারি হয়, তাও কি লোনাস্বাদযুক্ত হবে?—হবে না। কারণ জল জমে জমাট বাঁধলে এর লবণাক্ত অংশ জমাট বাঁধে না।

১২। সোনায় মরিচা পড়ে না কেন?—সোনা নিষ্ক্রিয়, বাতাসে যে সমস্ত উপাদান আছে, তাদের সহিত এরা কোন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে না।

১৩। লেবুর রসে দুধ কেটে যায় কেন?—লেবুর রসে যে অম্লরস আছে, তার সহিত দুধের রাসায়ণিক ক্রিয়ার ফলে দুধের —"কেসিন" অংশ পৃথক হয়ে যায়।

১৪। আল্‌কাতরা কি হ'তে তৈয়ারী হয়?—কয়লাকে চোলাই করে আল্‌কাতরা প্রস্তুত হয়।

১৫। 'আলেয়া' কি?—অগভীর জলাভূমিতে আগাছা পচলে Mashgas নামক একপ্রকার গ্যাস উৎপন্ন হয়। তার সহিত বাতাসের বিভিন্ন উপাদানের যৌগিক মিশ্রণের ফলে আগুন জ্বলে উঠে। এই আগুনই আলেয়া নামে পরিচিত।

১৬। কয়লার উৎপত্তি হয় কি করে ?—গাছপালা বহুকাল ধরে ভূগর্ভে প্রোথিত হলে উপরের মাটির চাপে ও তাপে তাহা কয়লায় রূপান্তরিত হয়।

১৭। সেলুলয়েড্ কি ?—কতকগুলি উদ্ভিদের মধ্যে "সেলুলোজ" নামক একপ্রকার জিনিষ দেখতে পাওয়া যায়। রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই সেলুলোজকে গালিয়ে ফেলা হয়, ইহাই সেলুলয়েড্ নামে পরিচিত।

১৮। ইস্পাত ও সাধারণ লোহায় পার্থক্য কি ?—লোহার সহিত কার্বণ বা নিকেল মিশিয়ে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ইহাতে মরিচা ধরে না।

১৯। তারপিন্ তৈল কি হ'তে তৈয়ারি হয় ?—দেবদারু গাছের রস হ'তে ইহা তৈয়ারি হয়। এই রসকে চোলাই করলে তারপিন তেল পাওয়া যায়।

২০। কাগজ তৈয়ারী হয় কি দিয়ে ?—বর্তমানে বিশেষ বিশেষ কাঠের গুঁড়া, বাজে তূলা, ছেঁড়া ন্যাক্ড়া, ঘাস, বাঁশ, খড় ইত্যাদি হ'তে কাগজ তৈয়ারি হয়।

২১। স্যাকারিণ কি ?—আলকাতরা হতে উৎপন্ন এক প্রকার রাসায়ণিক পদার্থ। ইহা চিনি অপেক্ষা ৩০০ গুণ বেশী মিষ্টি।

২২। "ধুনা," "গ্যাটাপার্চা" ও "গঁদ" কি ?—ধুনা শাল গাছের আটা। গাটাপার্চা—একপ্রকার গাছের রস। গঁদ—ইহাও গাছের আটা।

জ্যোতির্বিজ্ঞান

১। খালি চোখে কতগুলি তারা দেখা যায় ?—প্রায় ৪০০০।

২। দিনের বেলায় তারা কোথায় থাকে ?—দিনের বেলায় তারা আকাশেই থাকে। তবে সূর্যের তুলনায় তারার আলোর জ্যোতি এত ক্ষীণ যে, আমরা তারার অস্তিত্ব বুঝতে পারি না।

৩। ইথার কাকে বলে ?—বৈজ্ঞানিকগণ কল্পনা করেছেন যে, পৃথিবীব্যাপী এক স্থিতিস্থাপক পদার্থ আছে, যার ভিতর দিয়ে আলো, বাতাস প্রভৃতি সহজে প্রবাহিত হ'তে পারে। শক্তি প্রবাহের এই কাল্পনিক বাহনের নাম ইথার।

৪। আকাশে কোন্‌টি গ্রহ ও কোন্‌টি নক্ষত্র—কি উপায়ে চেনা যায় ?—নক্ষত্রের আলো মিট্-মিট্ করতে থাকে। গ্রহের আলো স্থির।

৫। সূর্যের কয়টি গ্রহ, তাদের নাম কি ?—নয়টি ; বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, জুপিটার, বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেনাস, প্লূটো নেপচুন্

৬। সবচেয়ে বড় গ্রহ কোন্‌টি ?—জুপিটার (বৃহস্পতি) —ইহার ব্যাস্ ৮৭০০০ মাইল।

৭। সূর্য কি কখনও চন্দ্রের মত শীতল হবে ?—সূর্য যে পরিমাণে তাপ ছড়াচ্ছে, তা'তে সে একদিন চন্দ্রের ন্যায়ই শীতল হয়ে যাবে।

৮। ছায়াপথ কি? মেঘমুক্ত আকাশে উত্তরহইতে দক্ষিণে বিস্তৃত একটি সাদা পথের মত দেখা যায়। উহাকে ছায়াপথ বলে। অগণিত নক্ষত্রের সমাবেশেই ছায়াপথের সৃষ্টি।

৯। ধূমকেতু কি? ধূমকেতু এক প্রকার তেজোময় বাষ্পীয় বস্তু। এরা গ্রহের মত সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করে।

১০। গ্রহে আর উপগ্রহে তফাৎ কি?—যারা সূর্যের চারদিকে ঘোরে, তা'রা গ্রহ, আর যা'রা গ্রহের চারদিকে ঘোরে, তারা উপগ্রহ।

১১। কোন্ গ্রহের সবচেয়ে উপগ্রহ বেশী?—শনি গ্রহের; শনি গ্রহের দশটি উপগ্রহ আছে।

১২। কি উপায়ে ধ্রুবতারা চেনা যায়?—সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ দু'টি তারাকে একটি সরল রেখাদ্বারা বাড়ালে ধ্রুবতারায় পৌঁছান যায়।

১৩। চাঁদের উপর কালো দাগগুলো কি?—চাঁদে অনেক পাহাড় ও বড় বড় গুহা আছে। সেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না। সেজন্য কালো দেখায়।

১৪। পৃথিবী ছাড়া আর কোন্ গ্রহে প্রাণী আছে?—অনুমান করা যায়, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে প্রাণী আছে।

১৫। মেরুজ্যোতিঃ কাকে বলে? মেরুপ্রদেশে প্রায় ছ'মাস কাল সূর্য দেখা যায়। তাকেই 'আরোরা বোরিয়ালিস' বা মেরুজ্যোতিঃ বলে।

১৬। পৃথিবীর কোন্‌স্থানে সারা বছর দিন ও রাত সমান ?—বিষুবরেখায়।

১৭। বৎসরের কোন্ কোন্ দিন—দিন ও রাত সমান ?=২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর।

১৮। চন্দ্রগ্রহণ কি করে হয় ?—সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে পৃথিবী এসে পড়লে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। এজন্য চন্দ্রগ্রহণ হয়।

১৯। সূর্য গ্রহণ হয় কেন ?—পৃথিবী এবং সূর্যের মধ্যে যখন চাঁদ আসে, তখন চাঁদ সূর্যকে আড়াল করে রাখে। এইজন্যই ৎর্যগ্রহণ হয়।

২০। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কোন্ কোন্ তিথিতে হয় ?—অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে। সে সময় সূর্য ও চন্দ্র একসঙ্গে পৃথিবীর জলরাশিকে আকর্ষণ করে।

ডাকঘর সম্বন্ধে

চিঠির খাম—৵০, পোষ্টকার্ড—মফঃস্বলে ৶১৫, এক পোষ্ট অফিসের এলাকার ভিতর ৶১০।

মণি অর্ডার—মাশুলের হার

পাঁচ টাকায়—৵০, পাঁচ টাকার বেশী
দশ টাকা পর্যন্ত—৶০; দশ টাকার বেশী
পনের পর্যন্ত—।০; পনর টাকার বেশী
পঁচিশ—পর্যন্ত—।৵০

রেজিষ্টারী মাশুল—।৵০

এয়ার মেল :—

ভারতের মধ্যে প্রতি	আধ আউন্স	/০
পারস্য ও শ্যাম	"	"
গ্রীস, ইতালি, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, মালয়	"	৵০
ইরাক, প্যালেষ্টাইন, মিসর, ইন্দোচীন	"	।০
অষ্ট্রেলিয়া	"	॥/০
আঃ যুক্তরাজ্য	"	॥৵০

কলিকাতায় বেলা বারোটা, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ক'টা ?

এথেন্স সকাল ৮॥০	বার্লিন সকাল ৭॥০
ব্রসেল্স্ " ৬॥০	প্যারিস " ৬॥০
লণ্ডন " ৬॥০	সিডনি বিকাল ৪॥০
টোকিও রাত ৬॥০	বুঁয়নস্ এয়ার্স রাত ২॥০
রেঙ্গুন বেলা ১ টা	মেলবোর্ণ বেলা ৪॥০

সেণ্টলুই রাত ১২॥০ টা
মরিসাস্ পুঃ দিন ১০ টা
নিউইয়র্ক পূঃ দিন বেলা ১॥০ টা
ইয়োকোহামা " ৩॥০

ABBREVIATIONS

B.A.	Bachelor of Arts
B.Sc.	Bachelor of Science
B.L.	Bachelor of Law
D L.	Doctor of Law
B.T.	Bachelor of Teaching
D.Sc.	Doctor of Science
Ph. D.	Doctor of Philosophy
D.Lit.	Doctor of Literature
M.A.	Master of Arts
M.Sc.	Master of Science
M L.	Master of Law
M.Ed.	Master of Education
M.B.	Bachelor of Medicine
M.D.	Doctor of Medicine
P.R.S.	Premchand Roychand Scholar
I.C S.	Indian Civil Service
B.C.S.	Bengal Civil Service
B.E.S.	Bengal Educational Service
L.T.	Licentiaet in Teaching
L.M.S.	Licentiate in Medicine
I.M.S.	Indian Medical Service
I.P.	Indian Police
B.P.	Bengal Police
I G.P.	Inspector General of Police
S.P.	Superintendent of Police

D.S.P.	Deputy Superintendent of Police
S.I.P.	Sub-Inspector of Police
D.M.	District Magistrate
A.D.M.	Additional District Magistrate
S.D.O.	Sub-Divisional Officer
M.L.C.	Member of the Lagislative Council
M.L.A.	,, ,, ,, Assembly
S.M.	Station Master
D.T.S.	District Traffic Superintendent
T.S.	Traffic Superintendent
C.S.I.	Companion of the Star of India
Kt.	Knight
K.C.S.I.	Knight Commander of the Star of India
P.M.G.	Postmaster General
R.M.S.	Royal mail Service
D.L.O.	Dead Letter Office
G.P.O.	General Post Office
P.S.	Post Script
V.P.P.	Value Payable Post
R.S.V.P.	Please Reply
N.B.	Note Bene (Note well)
C/o	Care of
O-c	Officer in charge
P.W.D.	Public Works Department
D.P.I.	Director of Public Instruction
D.P.H.	Director of Public Health

ভারতের সর্বপ্রথম

ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী

নিঃ ভাঃ কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট—	উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
ঐ মহিলা প্রেসিডেণ্ট—	সরোজিনী নাইডু
নোবেল লরিয়েট্—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩)
প্রাদেশিক লাট—	লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
ব্যারিষ্টার—	জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর
আই, সি, এস্,—	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কেম্ব্রিজের র‍্যাঙ্গলার—	আনন্দমোহন বসু
ভিক্টোরিয়া ক্রশপ্রাপ্ত	খুদাদাদ খাঁ (১৯১৬)
বিদেশে সৈন্যাধ্যক্ষ	কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি	রমেশচন্দ্র মিত্র
পার্লামেণ্টের সভ্য	দাদাভাই নৌরজী
জেলা জজ	দিগম্বর মিত্র
নাইট (Knight)	চন্দ্রমাধব ঘোষ
বিশ্ববিজয়ী কুস্তিগীর	গামা
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক	সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান
হাই কমিশনার	স্যার অতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শেরিফ	দিগম্বর মিত্র
লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের D.Sc.	জগদীশচন্দ্র বসু
প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য	সৈয়দ আমির আলি
রয়েল আর্টিষ্ট সোসাইটির সদস্য	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এরোপ্লেন যুদ্ধে যোগদানকারী ইন্দ্রলাল রায়
মিলিটারী ক্রশধারী কল্যাণকুমার গুপ্ত
একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল উপেন্দ্রলাল মজুমদার
কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।
প্রধান সেনাপতি মেঃ জেঃ কারিয়াপ্পা
ভারতীয় নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ প্রথম ভারতীয়—আর, ডি, কাটারী
টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজী
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
অস্ত্রোপচারকারী মধুসূদন গুপ্ত।
এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং নোরকে

ভারতের প্রাচীনতম স্থাপত্য

১। অজন্তার গুহামন্দির।
২। পুরীর জগন্নাথ মন্দির।
৩। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির।
৪। আবু পাহাড়ের মন্দির।
৫। কোনারকের সূর্য-মন্দির।
৬। আগ্রার তাজমহল।
৭। দক্ষিণ ভারতের মীনাক্ষী দেবীর মন্দির।
৮। গুজরাটের দ্বারকানাথজীর মন্দির।
৯। ভুবনেশ্বরের শিবের-মন্দির।

ভারতের খনি ও খনিজ পদার্থ

স্বর্ণ—মহীশূরের অন্তর্গত কোলার

কয়লা—বাংলা, বিহার, আসাম, পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশ

লৌহ—বাংলা, বিহার ও মাদ্রাজ, গোলকুণ্ডা (হায়দ্রাবাদ)

লবণ—পাঞ্জাবের লবণ পাহাড় ও হ্রদ

মার্বেল পাথর—জব্বলপুর

পেট্রোলিয়ম—আসাম

অভ্র—বঙ্গদেশ, বিহার ও মাদ্রাজ

হীরক—গোলকুণ্ডা (হায়দ্রাবাদ)

পৃথিবীতে সবচেয়ে

উচ্চতম গীর্জা—জার্মানীর উল্মক্যাথিড্রেল (৫২৯ ফুঃ)

উচ্চতম প্রাসাদ—মস্কোর প্যালেস অব্ দি সোভিয়েট (১৩:৫ ফুঃ)

উচ্চতম বাঁধ—আমেরিকার হুভার (৭২৬ ফুঃ)

বৃহত্তম গীর্জা—সেণ্টপিটার্স, রোম

বৃহত্তম ঘণ্টা—মস্কোর ঘণ্টা (২০০ টন ভারি)

বৃহত্তম গম্বুজ—বিজাপুরের গোলগম্বুজ (ব্যাস ১৪৪ ফুঃ)

বৃহত্তম জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ

উচ্চতম মূর্তি অব লিবার্টি—নিউইয়র্ক (১৫১ ফুঃ)

বৃহত্তম দূরবীন—পালামোর মানমন্দিরে অবস্থিত (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ব্যাস ২০০ ইঃ

বৃহত্তম রেলওয়ে ষ্টেসন—গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল, নিউইয়র্ক
প্ল্যাটফরম সংখ্যা ৪৭

বৃহত্তম পার্ক—ইয়েলোষ্টোন ন্যাশনাল পার্ক—আমেরিকা (৩,৩৫০ বঃ মাইল)

বৃহত্তম জলাধার—ফোর্টপেক, আমেরিকা

দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফরম—শোনপুর—ভারত (২৪১৫ফুঃ)

দীর্ঘতম রেলপথ—ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ (৬০০০মাইল)

দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ—ফিঞ্চলী থেকে মর্ডেন (১৭½ মাইল)

বৃহত্তম প্রাসাদ—ভ্যাটিকান (রোম)

দীর্ঘতম প্রাচীর—চীনের প্রাচীর (২, ৫০০ মাইলের বেশী)

বৃহত্তম অফিস ঘর—পেণ্টাগণ (আমেরিকা), ৬০০০,০০০ বর্গফিট শুধু মেঝের আয়তন; বারান্দা ১৭ মাইল।

বৃহত্তম ব্যাঙ্ক—ব্যাক অব আমেরিকা (মূলধনের পরিমাণ ৬,০৭২,৯১৩,৮০৪ ডলার)

উচ্চতম আলোকস্তম্ভ—টাসমানিয়ার ডাল দ্বীপে।

বিবিধ আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

১। কৃত্রিম রেশম—কার্ডণ্ট হিলেয়ার ডি চারডনেড্ (১৮৮৯)
২। এলুমিনিয়ম ধাতু—ডেভি ও ওইলার (১৮৩৮)
৩। ঐ চাদর প্রস্তুত—হ্যামিলটন্ ভি কাষ্টনার (১৮৮৬) (আমেরিকা)
৪। পিচের রাস্তা—জন ম্যাকাডাম; ইংলণ্ড (১৮১৯)
৫। অন্ধদের লিখন প্রণালী—ডাঃ ফুর্নিয়ার ডি আলবে (ফ্রান্স)

৬। ঐ বাংলা ভাষায়—আচার্য লালবিহারী শাহ্
৭। ইক্‌মিক কুকার—ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক
৮। ক্লোরোফর্ম—জেমস্ সিম্পসন্
৯। Photography—ডাগের এবং নেপজি (১৮৩৯)
১০। মুদ্রাযন্ত্র—Gutenburg (১১৪ খৃঃ অঃ)
১১। টাইপরাইটার—P. M. Tryroless (১৮৮৪)

ভারতে সবচেয়ে

দীর্ঘতম সেতু—সোন নদীর সেতু। দীর্ঘতম নদী—গঙ্গা।
বৃহত্তম নগর—কলিকাতা। বৃহত্তম প্রদেশ—রাজপুতানা।
উচ্চতম মিনার—কুতুব মিনার।
বৃহত্তম চিড়িয়াখানা—আলিপুর।
দীর্ঘতম রাস্তা—গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ (১৫০০ মাইল)।
উচ্চতম তোরণ—বুলওয়ান্দ দর্ওয়াজা।
উচ্চতম জলপ্রপাত—গেরসাপ্পা, (মহীশূর, ৯৬০ ফুট)।
বৃহত্তম লাইব্রেরী—জাতীয় লাইব্রেরী, কলিকাতা।
বেশী লোক বসতি—পশ্চিমবঙ্গ।
বৃহত্তম মস্‌জিদ—দিল্লীর জুম্মা মসজিদ।
বৃহত্তম ট্যাঙ্ক—টালা।
বৃহত্তম লোহার কারখানা—টাটা লোহার কারখানা জামসেদপুর।
বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার পুল—হাওড়া ব্রিজ (২৫০০ ফুট)।

বিশিষ্ট আবিষ্কারক ও তাঁদের আবিষ্কার

তারিখ	আবিষ্কার	আবিষ্কারক
১৮৯৫	এক্সরে	রনট্‌গেন্ (রঞ্জেল্)
১৫৯৩	থার্মোমিটার	গালিলিও
১৬০৮	দূরবীক্ষণ	লিপারশি
১৬৪২	ব্যারোমিটার	টেরিসেলি
১৭৬৫	ষ্টীম ইঞ্জিন	জেমস্ ওয়াট্
১৮০৭	ষ্টীমার	ফুলটন
১৮১৫	সেফ্‌টি ল্যাম্প	ডেভি
১৮২৯	রেল ইঞ্জিন	ষ্টিফেনসন
১৮৩২	টেলিগ্রাফ	মোরস্
১৮৬৬	ডিনামাইট	নোবেল
১৮৩৯	ফটোগ্রাফি	লুইজ্যাগুয়ের
১৮৭৬	টেলিফোন	গ্রাহাম বেল
১৮৭৭	গ্রামোফোন	এডিসন
১৮৭৮	বিজলি বাতি	ঐ
১৮৮৮	ফাউন্টেন পেন	ওয়াটার ম্যান
১৮১৬	সাইকেল	কালভন ড্রেইস্
১৮৯১	সিনেমা	এডিসন
১৮৯৬	রেডিয়াম	মাদাম কুরী
১৯০৩	এরোপ্লেন	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়
১৯২৫	টেলিভিসন	বেয়ার্ড
১৯৪৬	পেনিসিলিন	ফ্লেমিং আলেকজেণ্ডার
	আনবিক বোমা	ইটালীর বৈঃ ডাঃ
		কারমি + ডাঃ নিহেলেস্ বোর

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় চিহ্ন

ভারতবর্ষ—অশোকস্তম্ভ	চীন—নার্সিসাস ফুল
অষ্ট্রেলিয়া—ক্যাঙ্গারু	জাপান—চন্দ্রমল্লিকা ফুল
আয়ার্লণ্ড—শ্যামারাক পাতা	পারস্য—গোলাপ ফুল
ইতালী—শ্বেতপদ্ম	মেক্সিকো—মনসা গাছ
ইংল্যাণ্ড—গোলাপের পাতা	স্কটল্যাণ্ড—থিস্‌ল কাঁটা
ওয়েলস্—ডাফেডিলস্ ফুল	স্পেন—ডালিম ফুল
ক্যানাডা—ম্যাপল পাতা	যুক্তরাষ্ট্র—স্বর্ণদণ্ড
গ্রীস—ভায়োলেট ফুল	জার্মাণী—স্বস্তিক

পাকিস্তান—অর্ধচন্দ্র ও তারকা।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ

হিন্দুদের—বেদ	খৃষ্টানদের—বাইবেল
বৌদ্ধদের—ত্রিপিটক	পারসিকদের—জেন্দ আবেস্তা
মুসলমানদের—কোরাণ	শিখদের—গ্রন্থ সাহেব

চীনদের—তাও-তেহ-কিং

পৃথিবীতে প্রধান প্রধান ধর্মমতের লোকসংখ্যা

খৃষ্টান	প্রায়	৬৯ কোটী ১০ লক্ষ
কনফুস্যাসিয়াস	”	৩৫ কোটী
হিন্দু	”	২৫
মুসলমান	”	২০

পৃথিবীর প্রধান ভাষাসমূহ

নাম	ভাষাভাষীদের সংখ্যা
চীনা	৪৩,০০,০০,০০০
ইংরেজী	২০,০০,০০,০০০
রুশ	১৩,০০,০০,০০০

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনকুবের

এডেলস্ ফোর্ড (যুক্তরাজ্য)
'ডিউক অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার (ইংলণ্ড)
বরদার গাইকোঁয়ার (ভারত)
লর্ড ঈভিগ্ (ইংলণ্ড)
আগা খাঁ (ভারত)
হায়দ্রাবাদের নিজাম (ভারত)
জন ডি রকফেলার (যুক্তরাজ্য)
ডব্লু মেলন (যুক্তরাজ্য)

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষায় কবি

সংস্কৃত—কালিদাস বাংলা—রবীন্দ্রনাথ
হিন্দি—তুলসীদাস ফরাসী—শালি প্রবোঁ
পারসী—সাদী গ্রীক—হোমার
জার্মাণ—গ্যেটে ইটালী—দান্তে
ইংরেজি—সেক্সপীয়র

পথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবস

ভারত ১৫ই আগষ্ট	ইটালী ২৬শে মার্চ
চীন ১০ই অক্টোবর	আমেরিকা ৪ঠা জুলাই
রাশিয়া ৭-৮ই নভেম্বর	স্পেন ১৪ই এপ্রিল
পাকিস্তান ১৪ আগষ্ট	ব্রহ্মদেশ ৪ঠা জানুয়ারী
পোল্যাণ্ড ৩রা মে	গ্রীস ২৫শে মার্চ
ফিনল্যাণ্ড ৬ই ডিসেম্বর	সিংহল ৪ঠা ফেব্রুয়ারী
নরওয়ে ১৭ই মে	পর্তুগাল ৫ই অক্টোবর
ফিলিপাইন ৪ঠা জুলাই	তুরস্ক ১লা নভেম্বর
মেক্সিকো ১৬ই সেপ্টম্বর	ইটালী ২৬শে মার্চ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের বাংলা নাম

ইংল্যাণ্ড—ইংরেজ	ডেনমার্ক—দিনেমার
ফ্রান্স—ফরাসী	হল্যাণ্ড—ওলন্দাজ
আমেরিকা—মার্কিণ	আবিসিনিয়া—হাবসী
আফ্রিকা—কাফ্রী	নেপাল—গুর্খা।

খেলাধূলায়

প্রঃ। কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় একশতেরও বেশী ১০০ রাণ ক'রেছেন।

উঃ। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সারে কাউন্টির জি. বি. হব্‌স্ ১৯৭ বার একশত রাণ করে'ছেন।

প্রঃ। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় সর্বাপেক্ষা অধিক রাণ কে করেছেন?

উঃ। D. G. Bradman নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্ বনাম কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ড খেলায় সিড্‌নীতে (Sidney) ৪৫২ রাণ করেও Not out ছিলেন।

প্রঃ। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট কোন বৎসর হতে আরম্ভ হয়? এ পর্যন্ত তাহার ফলাফল কি?

উঃ। টেষ্ট খেলা ১৮৭৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়।

ইংলণ্ডের খেলায় ইংলণ্ড এ পর্যন্ত ২০ বার জিতেছে ১৫ বার হেরেছে, আর ২৭টা অমীমাংসিতভাবে শেষ হ'য়েছে। আর অষ্ট্রেলিয়ায় ইংলণ্ড ৩৪ টা জিতেছে, ৪১টা হেরেছে ও ২টা খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

প্রঃ। ষ্টেট্ খেলায় এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ ভারতীয় খেলোয়াড় ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেছেন?

উঃ। রণজিৎ সিংজী, দিলীপ সিংজী ও পাটা উদিব নবাব।

প্রঃ। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ষ্টেট্ ম্যাচে কোন্ কোন্ ভারতীয় খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করেছেন?

উঃ। অমরনাথ, বিজয় মার্চেণ্ট ও মুস্তাক আলি।

প্রঃ। ভারতীয় হকি দল কোথায় ও কোন্ কোন্ বৎসর অলিম্পিক বিজয়ী হ'ন?

উঃ। ১৯২৮ সালে Antwerpএ, ১৯৩২ সালে Los Anglesএ, ১৯৩৬ সালে Berlinএ, ১৯৪৮ সালে Englandএ, ১৯৫২ সালে Helsinkiতে।

প্রঃ। ফুটবলে এ পর্যন্ত কোন্ কোন্ ভারতীয় দল আই, এফ, এ, প্রথম ডিভিসন লীগ শীল্ড বিজয়ী হয়েছেন।

আই, এফ,এ শীল্ড—মোহনবাগান (১৯১১)

মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৩৬), এরিয়ান্স (১৯৪০)

১৯৩৪-৩৮ মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৩৯ মোহনবাগান, ১৯৪০-৪১ মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৪২ ইষ্টবেঙ্গল, ১৯৪৩-৪৪ মোহনবাগান, ১৯৪৫-৪৬ ইষ্টবেঙ্গল, ১৯৪৮ মহমেডান স্পোর্টিং, ১৯৪৯ ইষ্টবেঙ্গল, ১৯৫১ মোহনবাগান, ১৯৫২ ইষ্টবেঙ্গল, ১৯৫০-৫৪-৫৫ মোহনবাগান।

প্রঃ। বম্বের "রোভারস্" কাপ বা সিমলার "ডুরাণ্ড" কাপ এ পর্যন্ত কোন ভারতীয় দল জিতেছে কি ?

উঃ। ১৯৩৭ ও ৩৮ সনে ব্যাঙ্গালোর—মোশ্লেম্ রোভার্স কাপ জয় করেন। ১৯৪০ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ডুরাণ্ড জয় করেছেন।—১৯৫১-৫২ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। ১৯৫০,৫৪ হায়দরাবাদ পুলিশ দল।

প্রঃ। প্রথম বিমান চালান কে ? কোন সময়ে ?

উঃ। যুক্তরাজ্যের রাইট সাহেব। ইং ১৯৩৫ সালে।

প্রঃ। প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হন কে ?

উঃ। ফরাসী বিমানবীর এল, ব্লোরিয়াৎ (Bloriat) ইং ১৯০৯ সালে।

প্রঃ। একাকী আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হন কে ?

উঃ। যুক্তরাজ্যে কর্ণেল লিণ্ড বার্গ (Col. Lindbug)

১৯২০ খৃঃ New york থেকে Paris একলা বিমান চালনা করেন।

প্রঃ। আকাশে সর্বাপেক্ষা উচ্চে এ পর্যন্ত কে উঠেছেন?

উঃ। ১৯৩৫ সালে যুক্তরাজ্যের এস, ডাকোটা ব্যোমযানে করে ৭৪,০০০ ফুট উঁচুতে উঠেন।

প্রঃ। বিমানে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছেন কে?

উঃ। ১৯৩৩ সালে Codos and Rossi ফরাসী বিমান বীরদ্বয় মোট ৫৬৫৭ মাইল না থামিয়া নিউইয়র্ক থেকে সিরিয়া পর্যন্ত পরিচালনা করেন।

প্রঃ। প্যারাসুটে করে কে ঊর্ধতম প্রদেশ থেকে ভূপৃষ্ঠে নেমেছেন?

উঃ। রেনে মিচেনাড, ফ্রান্স—২৫,৫৯০ ফুট।

প্রঃ। উড়ো জাহাজে করে কে সবচেয়ে দ্রুত যেতে পেরেছে?

উঃ। আর, এন, জেনসন্ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র) ঘণ্টায় ৬৭০৯ মাইল।

প্রঃ। এসিয়ান গেমসে স্বাস্থ্য ও দেহ—সৌষ্টবের জন্য কে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছেন?

উঃ। পরিমল রায়। মিঃ এসিয়া।

প্রঃ। সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় কোন্ মহিলা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বিবেচিত হয়েছেন?

উঃ। মিসেস্ ইন্দিরা রহমান। মিস্ ইণ্ডিয়া।

প্রঃ। দাবা খেলা প্রথম কোন্ দেশে আবিষ্কৃত হয়?

উঃ। ভারতে। প্রাচীনকালে চতুরঙ্গ খেলা বলা হ'ত।

প্রঃ। বাংলাদেশে ঘোড়দৌড় খেলা কবে ও কোথায় আরম্ভ হয়?

উঃ। ১৮০৮ সালে কলিকাতা থেকে কিছুদূরে আকনা নামক স্থানে। কলিকাতা রেসকোর্স ১৮১৯ সালে স্থাপিত হয়।

প্রঃ। বাংলাদেশে কবে ফুটবল খেলা সুরু হয়?

উঃ। ১৮৭৭ সালে কলিকাতা গড়ের মাঠে।

প্রঃ। অলিম্পিক ক্রীড়া কি?

উঃ। গ্রীস দেশে অলিম্পিয়া নামক স্থানে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হ'ত। ৭৭৬ খৃঃ পূঃ অব্দে এই ক্রীড়া প্রথম সুরু হয়। ইহাই প্রাচীনতম সর্বপ্রধান ক্রীড়া। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে থেকে ইহা পুনরায় অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে।

প্রঃ। হকি খেলায় যাদুকর কাকে বলে?

উঃ। ধ্যানচাঁদ।

প্রঃ। M. C. C. এর পুরা নাম কি?

উঃ। Marlyebone Cricket Club; ইহা গ্রেট ব্রিটেনের প্রধান ক্রিকেট ক্লাব।

প্রঃ। ডার্বির ঘোড়দৌড় কোথায় হয়?

উঃ। ইংলণ্ডের Epson নামক স্থানে। Lord Derby এর প্রতিষ্টাতা।

প্রঃ। বিশ্ববিজয়ী কুস্তিগীরের নাম কি?

উঃ। গামা। জাতিতে মুসলমান।

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য

প্রাচীন যুগে—(১) ইজিপ্টের পিরামিড, (২) ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান, (৩) অলিম্পিয়া জুপিটারের মূর্ত্তি, (৪) ইপিসাসের ডায়নার মন্দির, (৫) আলেকজান্দ্রিয়ার লাইট হাউস, (৬) হ্যালিকারনেসাসের মসোলিয়াম, (৭) রোডস্ দ্বীপর কলোসাস্।

মধ্যযুগে—(১) চীনের প্রাচীর, (২) ইংল্যাণ্ডের ষ্টোনহেন্স, (৩) রোমের কলোসিয়াম, (৪) পিসার হেলান স্তম্ভ, (৫) রোমের ক্যাটাকুম্বস বা ভূগর্ভস্থ সমাধি, (৬) নানকি এবং প্রেসিডেণ্ট-স্তম্ভ, (৭) ইস্তাম্বুলের সেণ্ট সোভিয়ার মসজিদ।

আধুনিক যুগে—(১) এম্পারার ষ্টেট বিল্ডিং, নিউইয়র্ক, (২) পানামা খাল, (৩) লণ্ডনের টিউব রেলওয়ে, (৪) অ্যাসুয়েন বাঁধ, (৫) ওয়াশিংটনের স্তম্ভ, (৬) সিন্ধুর লয়েড ব্যারেজ, (৭) আগ্রার তাজমহল।

নোবেল প্রাইজ কি ?

সারা জীবনের উপার্জিত ও সঞ্চিত অর্থ যারা অপরের জন্য দান করেছেন, আল্‌ফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। দুনিয়ায় যাঁরা জ্ঞানের নব-নব দীপ জ্বেলে শান্তির বাণী বহন করে আনবেন তাঁদের পুরস্কৃত করার জন্য আলফ্রেড প্রায় সাতাশকোটী টাকা এক সুইডিশ ট্রাস্‌টী-এর হাতে দিয়ে যান। এই টাকার

আয় হতে প্রতি বছর জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, রাসায়ণিক, পদার্থবিদ্যাবিদ্, চিকিৎসক ও শান্তি দূতকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হবে। এ পুরস্কারের পরিমাণ প্রতি বিভাগে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। নোবেল ডিনামাইটের আবিষ্কারক। ইনিই আবার জগতের মঙ্গলের জন্য এই রকম অবিশ্বাস্য দান করে গেছেন।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে এসিয়ার মধ্যে প্রথম নোবেল লরিয়েট হন। যাঁরা নোবেল পুরস্কার পান, তাঁদের বলে নোবেল লরিয়েট।

কতিপয় ভারতীয় মনীষী

ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

প্রাদেশিক গভর্ণর—লর্ড এস, পি, সিংহ।

হাই কমিশনার—স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়।

আই, সি, এস,—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিভাগীয় কমিশনার—রমেশ দত্ত।

র‍্যাংলার—অনন্দমোহন বসু।

প্রধান বিচারপতি—রমেশচন্দ্র মিত্র।

হাইকোর্টের জজ—রমাপ্রসাদ রায়।

ভারতীয় নোবেল লরিয়েট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার—নীলমণি মিত্র।

সার্জেন জেনারেল—মন্মথ রায় চৌধুরী।

শব ব্যবচ্ছেদ করেন—মধূসূদন গুপ্ত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সলার—গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস, সি,—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া এভারেষ্ট আবিষ্কার ও উচ্চতা নির্দ্ধারণ করেন—রাধানাথ শিকদার।

বিদেশে হিন্দুধর্ম্মের মহত্ব প্রচার করেন—স্বামী বিবেকানন্দ।

ইউরোপে প্রথম ভারতীয় মনীষী—রামমোহন রায়।

ভারতীয় এ্যাডভোকেট জেনারেল—স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র

ভারতীয় মেয়র—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

ভারতীয় শেরিফ্‌—দিগম্বর মিত্র।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলের ভারতীয় সদস্য—স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।

বৃক্ষের প্রাণ ও অনুভূতি আছে আবিষ্কার করেন—স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

কালাজ্বরের ইন্‌জেক্‌শন আবিষ্কার করেন—ডাক্তার স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভাষায় সুপণ্ডিত—হরিনাথ দে।

কতিপয় ভারতীয় মনিষীর পরিচয়

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জন্ম ১৮৭১ খৃঃ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য। তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সভাপতি ছিলেন।

অরবিন্দ ঘোষ—১৮৭২ খৃঃ ১৫ই আগষ্ট জন্ম। শিক্ষাকাল ইংলণ্ডে অতিবাহিত করেন। বাঙালার বিপ্লবী আন্দোলনের একজন অগ্রণী নায়ক ছিলেন। পরে রাজনীতি পরিত্যাগপূর্বক পণ্ডিচেরীতে যোগ সাধনায় মগ্ন থাকেন। বহু বৈদেশিক ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে পাণ্ডচেরীতে যোগসাধনায় থাকাকালীন ১৯৫০ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর ইনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

আবুল কালাম আজাদ—১৮৮৯ খৃঃ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালে আরবে কাটান। আরবী, পারসী এবং মুসলমান শাস্ত্রসমূহে অসাধারণ পাণ্ডিত্য। এখন ভারতই তাঁর স্বদেশ। ১৯২১ খৃঃ তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি কয়েকবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। সারা ভারত তাঁর গুণমুগ্ধ। বর্তমানে ভারতসরকারের শিক্ষামন্ত্রী।

আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী—প্রথম জীবনে অধ্যাপনায় রত ছিলেন। পরে কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ নেতা ও কর্ম্মী ছিলেন। ইনি ১৯৩৪—১৯৩৮ সাল পর্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক ও ১৯৪৬-৪৭ সালে সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে ইনি আর কংগ্রেসে নাই।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—আশুতোষ ১৮৬৪ সালে ২৯শে জুন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ছিলেন। এম, এ, বি, এল, পাস করে তিনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ক্রমে তিনি হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। তিনি বহু বৎসর্ যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। ১৯২৪ সালের ২৫শে মে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

রাজকুমারী অমৃত কাউর—পতিয়ালার পরলোকগত রাজা স্যার হরিনাথ সিং এর কন্যা। ১৮৮৭ খৃঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের মহিলা আন্দোলনের একজন বিশিষ্টা উৎসাহী। বর্তমানে ভারত সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—আসল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। বর্তমান বাঙালা গদ্য সাহিত্যের জনক। ইনি বিধবা বিবাহ ও পণপ্রথা রহিত প্রভৃতি সমাজ সংস্কারমূলক বহু হিতকরী কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮২০ সালে জন্ম, ১৮৯১ সালে মৃত্যু।

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু—জন্ম ১৭ই জুন ১৮৮৭ খৃঃ। প্রথমে শিক্ষাকাল শেষ হইলে ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯৩৭—৩৯ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রি সভায় মন্ত্রী নির্বাচিত হন। ইনি বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী ছিলেন। প্রথমে উড়িষ্যা ও পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে থাকার পর বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীপদে আছেন।

খান আবদুল গফুর খান—১৮৯০ খৃঃ জন্ম। তিনি গান্ধীজীর অন্যতম সহকর্মী। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমেই সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস আন্দোলন সাফল্যলাভ করে। তাঁর দেশে তিনি "বাদশা খাঁ" নামে প্রসিদ্ধ। "সীমান্ত গান্ধী" নামেও তিনি সুপরিচিত।

আসফ আলি—১৮৮৮ খৃঃ জন্ম। ১৯২০ খৃঃ তিনি কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেন ও বহু কৃচ্ছ্রসাধন করেন। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ উড়িষ্যার রাজ্যপাল ছিলেন। ইনি বিখ্যাত মহিলানেত্রী অরুণা আসফ আলির স্বামী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—১৮৭০ খৃঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ভুবনমোহন দাশ। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে ইহাদের আদি বাসস্থান। চিত্তরঞ্জন একজন বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন। ব্যারিষ্টারীতে তাঁর প্রভূত উপার্জন হত। কিন্তু রাজোচিত ঐশ্বর্য ও সম্পদ বিসর্জন দিয়ে ১৯২১ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ও কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হন। ১৯২৫ সালে ইনি পরলোকগমন করেন।

স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ—বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পদার্থ বিদ্যায় ইনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন ও লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির একজন সভ্য। ইনি প্রথমে ভারত সরকারের অধীনে কর্মগ্রহণ করলেও পরে পদ পরিত্যাগ করেন।

উদয়শঙ্কর—এ- আর-সি এ (লণ্ডন) ভারতীয় নৃত্য কলা প্রদর্শন করে ইনি জগৎজোড়া সুনাম অর্জন করেছেন। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী।

শ্রীজওহরলাল নেহেরু—১৮৮৯ খৃঃ এলাহাবাদে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের একজন কর্ণাধার। জওহরলাল ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ করেন। ইনি কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহু কৃচ্ছ্র সাধন ও কারাবরণ করেন। ইনি পাঁচবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। বর্তমানে ইনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

স্যার জগদীশ বসু—১৮৫৮ খৃঃ ৩০শে নভেম্বর ঢাকা জেলার রাড়িখালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বৃক্ষলতাদির প্রাণ আছে, ইহা জগৎসমক্ষে জগদীশচন্দ্র প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন। বেতারযন্ত্র আবিষ্কারেও জগদীশচন্দ্রের মূল্যবান দান আছে,। বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য তিনি "বসু ইনিষ্টিটিউট" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এদেশের বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেছেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৮৩৬ খৃঃ কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি. এ. পাশ করেন। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান অসামান্য। তাঁর রচিত সাহিত্য ও উপন্যাসগুলি বাংলা ভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। ভারতের জাতীয়-সঙ্গীত "বন্দেমাতরম্" রচয়িতা; ১৮৯৪ খৃঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম—জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ। প্রথমে ভারতীয় বাহিনীর বাঙালী পলটনে যোগ দেন। পরে নিরলস সাহিত্য সাধনায় বাংলা কাব্য জগতে এক নূতন সুর সৃষ্টি করেন। তিনি বিদ্রোহী কবি বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্তমানে তিনি রোগগ্রস্ত অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে সরকার প্রদত্ত সাহায্যে জীবন ধারণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা ১২৬৯ সালের ২৯শে পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বি. এ. পাশ করার পর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সংস্পর্শে আসেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইঁহার নাম হয় নরেন্দ্রনাথ থেকে—বিবেকানন্দ। আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দেন। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ইনি ওজস্বিনী বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। অদ্ভুত বক্তৃতা শক্তি ও অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, অসামান্য প্রতিভা ও অনমনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য ইনি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। বেলুড়ের বিখ্যাত রামকৃষ্ণ মঠ ইনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩০৯ সালে ২০শে আষাঢ় ইনি দেহত্যাগ করেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—ভারতের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। ইনি বহুকাল কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন। ইনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে ইনি পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী।

মাষ্টার তারা সিং—ইনি একজন শিখ নেতা। পন্থিক আকালী দলের নায়ক। রাজনৈতিক কারণে ইনি বহুবার কারাবরণ করেছেন।

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৯ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর ঢাকা জেলার মালিকান্দায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৬ খৃঃ এম. এ. পাশ করে টাকশালের এ্যাসেমাষ্টার নিযুক্ত হন। ১৯২১ খৃঃ উচ্চপদ ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। দীর্ঘদিন তিনি একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী বলে পরিচিত ছিলেন। ইনি বহুবার কারাবরণ করেন। কিছুদিন ইনি পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে ১৮৫৮ খৃঃ ২রা আগষ্ট প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস. সি. উপাধি পান। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ণ অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখান থেকে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক পদ লাভ করেন। প্রফুল্লচন্দ্র চির-কুমার, দেশ সেবক ও দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। বাঙ্গালী যাতে শিল্পে উন্নতি করে, এইজন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৯৪৪ সালের ১৭ই জুন ইনি দেহত্যাগ করেন।

বীর বিনায়ক সাভারকার—১৮৮৩ খৃঃ জন্ম। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের একজন অধিনায়ক। ইংল্যাণ্ডে ইনি বিপ্লবী আন্দোলন চালানর জন্য ধৃত ও নির্বাসিত হন। ইনি একজন কবি বলিয়াও পরিচিত। ইনি হিন্দুমহাসভার সভাপতিও ছিলেন বহু দিন।

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল—অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অনমনীয় ও একনিষ্ঠ দেশসেবক বলিয়া পরিচিত হন। ১৮৭৫ সালে গুজরাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন। ১৯১৬ সালে গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে দেশসেবা ব্রত গ্রহণ করেন। বরদৌলী কর বন্ধ আন্দোলনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তেজস্বী রাজনৈতিক ছিলেন। ইহার মৃত্যুতে ভারতবাসীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

সর্দ্দার বলদেব সিং—ইনি একজন বিশিষ্ট শিখ নেতা। ১৯২৪ সালে পাঞ্জাবের ইউনিয়ানিষ্ট মন্ত্রীসভায় যোগ দেন। বর্তমানে ভারতের দেশরক্ষা সচিব।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—১৯০০খৃঃ এলাহাবাদে জন্ম। ইনি শ্রী জওহরলাল নেহরুর সহোদরা। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম মন্ত্রীত্বলাভ করেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদে ইনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী—১৮৭৯ খৃঃ মাদ্রাজে জন্ম। ১৯১৯ খৃঃ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি গান্ধীজীর একজন বিশিষ্ট সহকর্মী ও বৈবাহিক। রাজাজী ভারতের রাষ্ট্রপালপদে অধিষ্ঠিত হন এবং কিছুদিন পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ও ভারত সরকারের মন্ত্রী থাকার পর বর্তমানে মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

ডাঃ মেঘনাদ সাহা—১৮৯৩ খৃঃ জন্ম। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার পালিত অধ্যাপক। বর্ত্তমানে ইনি ভারতীয় লোকসভার একজন সদস্য।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—১৮৮৯ খৃঃ ২রা অক্টোবর কাথিওয়াড় রাজ্যের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে রাজকোট ও ভবনগরে পাঠ সমাপ্তে ইংল্যাণ্ড হতে ব্যারিষ্টার হয়ে আসেন। পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুকাল আইন ব্যবসায় করেন। ভারতে ফিরে এসে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শীঘ্রই তাঁর নেতৃত্বে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন স্থরু হয়। তখন থেকেই তিনি ভারতবর্ষের কর্ণধার-রূপে পরিচিত হন। বহুবার বহু কৃচ্ছ্র সাধন ও কারাবরণ করতে হয়েছে। তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা ও আদর্শ অহিংসনীতির পূজার ফলে ভারত আজ স্বাধীন। ভারতের জন্মদাতা ও অস্পৃশ্য জাতির ত্রাণকারী। গান্ধীজী জাতীয়তার জনক। ১৯৪৮ খৃঃ ৩১শে জানুয়ারী নাথুরাম বিনায়ক গডসে নামক আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। পৃথিবীর বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী নামেই ইনি পূজিত হন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—১৮২৪ খৃঃ যশোহর জেলার সাগরদাঁড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রতিভাশালী কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা-কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করেন। বার্ধক্যে দারিদ্র বশতঃ অশেষ দুঃখ বরণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ মধুসূদন প্রাণত্যাগ করেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে জন্মলাভ করেন। যৌবনে কর্মের অন্বেষণে বর্মায় যান ও কথাশিল্পে ইনি নতুন যুগের প্রবর্তন করেন। ১৯৩৭ খৃঃ ইনি দেহত্যাগ করেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায়—১৮৯৩ খৃঃ জন্ম। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বহু দেশ ঘুরে লেলিনের আহ্বানে রাশিয়া গিয়ে কমিউনিষ্টদের অন্যতম প্রধান নেতা হন। পরে ভারতবর্ষে এসে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং পরে কংগ্রেস ছেড়ে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গঠন করেন

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—১৮৮৫ খৃঃ জন্ম। ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান র‍্যজনীতিবিদ্ চিত্তরঞ্জন দাশের সহকর্মী। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁকে বহুবার বহু ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে হয়। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রও ছিলেন।

স্যার যদুনাথ সরকার—জন্ম ১৮৭০ খৃঃ। বাংলার শীর্ষস্থানীয় ঐতিহাসিক। তিনি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে যশস্বী হয়েছেন।

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন—জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। কিছুদিন তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি বৃটিশ একাডেমীর একমাত্র ভারতীয় সদস্য।

মিঃ জিন্নাহ্—আসল নাম মহম্মদ আলি জিন্নাহ্। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। ভারতীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের অন্যতম সভ্য ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্দোলনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। তাঁর মৃত্যুতে পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রফি আমেদ কিদোয়াই—জন্ম ১৮৯৫ খৃঃ। কংগ্রেসী আন্দোলনে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। যুক্তপ্রদেশ মন্ত্রী সভার দুইবার সদস্য হয়েছিলেন। ইনি ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—জন্ম ১৮৩৩ খৃঃ। শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে জগতে অন্যতম মহামানব বলে খ্যাত হন। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা সার্থকতা লাভ করে তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দের মধ্যে। দেশকে সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ করে আদর্শ জাতি গঠনই তাঁর লক্ষ্য ছিল। ইনি শক্তি সাধনায় ধ্যানস্থ হয়ে ৫৩ বৎসর বয়সে নির্বান লাভ করেন। তাঁরই পুণ্য নামে ভারত তথা জগতের বহুস্থানে "রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরোজিনী নাইডু—১৮৭৯ খৃঃ হায়দ্রাবাদে জন্ম। নিখিল ভারত কংগ্রেসে তিনি সর্বপ্রথম মহিলা সভানেত্রী। ভারতে মহিলাদের মধ্যে ইংরাজী কাব্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি স্বাধীন ভারতে যুক্তপ্রদেশের রাজ্যপাল নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে যুক্তপ্রদেশে ইনি দেহত্যাগ করেন।

হুমায়ূন কবীর—জন্ম ১৯০৬ খৃঃ। কাব্য সাহিত্যে অগাধ পণ্ডিত। বর্তমানে ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারী।

স্যার রাসবিহারী ঘোষ—১৮৫৪ খৃঃ জন্ম। আইন ব্যবসায়ে উপার্জিত প্রভূত অর্থ দেশের শিক্ষাবিস্তারে দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ লক্ষ টাকা দান করেন বিজ্ঞান কলেজের উন্নতি সাধনে। ১৯২১ খৃঃ তিনি মৃত্যুমুখেখ পতিত হন।

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৮৭ খৃঃ। ইনি ভারতীয় গণপরিষদের সহঃ সভাপতি ছিলেন। তিনি কিছুকাল নিখিল ভারত খৃষ্টান সভার সভাপতিও ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—১৮৯৭ খৃঃ ২৩শে জানুয়ারী কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আই.সি.এস.পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েও কর্মগ্রহণ করেননি এবং দেশ সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। কংগ্রেসী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ফলে বহু বার কারাবরণ ও গৃহ-অন্তরীণ বন্দী থাকেন। তিনি একবার কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও দুইবার কংগ্রেসের সভাপতির পদ লাভ বরেন। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেসের নেতাদের লহিত মতের মিল না হওয়ায় তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক সৃষ্টি করেন। ১৯৪১ খৃঃ ২৬শে জানুয়ারী তিনি স্বগৃহ হতে অন্তর্ধান হন। অতঃপর জাপান ও জার্মানী ঘুরে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের নিয়ে "আজাদ হিন্দ ফৌজ" গঠন করেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যুদ্ধ করেন। এরপর এক সংবাদে জানা যায় যে জাপান যাবার পথে এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয় কিন্তু এ পর্যন্ত সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নি।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য—ভারতের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯০৯ খৃঃ কংগ্রেসের সভাপতি হন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪৬ খৃঃ ইনি দেহত্যাগ করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—ইনি জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১৮৬১ খৃঃ ৭ই মে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পিতা। শৈশবে বিদ্যালয়ে ও গৃহে শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সাহিত্য রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৯১৩ খৃঃ তাঁর গীতাঞ্জলী কাব্য নোবেল পুরস্কারের জন্য পাঠান হলে তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে বিখ্যাত হন। তিনি শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজ-সংস্কারক ও স্বদেশসেবক ছিলেন। তিনি বোলপুরে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪১ সালের ৭ই আগষ্ট তিনি লোকান্তর গমন করেন।

রাজা রামমোহন রায়—ইনি ব্রহ্মধর্মের প্রবর্তক। তিনি বহুবার কু-কুসংস্কার দূর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে যে ক'জন প্রাণপাত পরিশ্রম করেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। প্রথম ভারতীয় মনীষী যিনি প্রথম বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের বৃষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন।

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ—১৮৮৪ খৃঃ সারণ জেলায় জন্ম। তিনি কয়েকবার নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। নিখিল ভারত গান্ধী ভাণ্ডারের সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেন তিনি ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সচিব ছিলেন। বর্তমানে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—ইনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম ১৯০২ খৃঃ। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন কিছুকাল। তিনি কিছু দিন বাংলার অর্থসচিব ও হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। আড়াই বৎসর যাবৎ ভারত সরকারের শিল্প-সরবরাহ মন্ত্রী থাকার পর পণ্ডিত নেহ্রুর সহিত মতানৈক্য হওয়ায় তিনি মন্ত্রীপদ পরিত্যাগ করেন। তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র বসু—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ১৮৮৯ খৃঃ জন্ম। কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহু কৃচ্ছসাধন ও কারাবরণ করেন। ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের তিনি মন্ত্রী ছিলেন। সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টির সভাপতি ছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

আগা খাঁ—১৮৮৭ খৃঃ জন্ম। প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তি। মুসলমান খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। রাউণ্ড টেবিল কন্ফারেন্সের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থে ১১ বার তোপ ধ্বনি করা হয়।

নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁন—১৮৯৫ সালে জন্ম, অক্সফোর্ডের এম. এ.। কিছুকাল যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগ দলের ডেপুটি লিডার ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাকিস্তান সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জন দেন।

ডাঃ আম্বেদকর—জন্ম ১৮৯৩ খৃঃ। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সর প্রতিনিধি ছিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের আইন সচিব থাকাকালে শাসনতন্ত্র রচনা করে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

মিঃ জি. ডি. বিরলা—ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিল্পপতি, জয়পুরে ১৮৯১ খৃঃ জন্ম। বহু পাট, চিনি, কাপড় ইত্যাদি কারখানার মালিক। সরকারী ও বে-সরকারী বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। সম্প্রতি যে ক'জন শিল্পপতি বৃটেন ও আমেরিকা যান, তিনি তাঁদের অন্যতম।

হাজী মহম্মদ মহসীন—১৭৩২ খৃঃ হুগলীতে জন্ম। তিনি চিরকুমার ছিলেন। ফকির বেশে ভারত, পারস্য, ইরাক, আরব ও মিশর পরিভ্রমন করেন। নিঃসন্তান ভগিনীর মৃত্যুর পর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন ও দরিদ্রসেবায় মনোনিবেশ করেন। সমুদয় সম্পত্তি তিনি শিক্ষার উন্নতি ও ধর্মার্থে দান করেন। হুগলীর 'ইমামবাড়া' তাঁর অমর কীর্তি।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জন সমাবেশ—

কবে, কোথায়, কেন?—১৯৫৫ সালের ২৯ নভেম্বর রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী বুলগানিন ও রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান সভাপতি মিঃ ক্রুশ্চেভ কলিকাতা আসিলে যে বিরাট জনতা তাহাদের অভিনন্দন জানান তাহা এক ঐতিহাসিক খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া রহিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোথাও তাহা ইতিপূর্বে সম্ভবপর হয় নাই।

সমাপ্ত